[illegible]র আলোকে [illegible]যার নামাজের পর দোয়ার বিধান

গ্রন্থনা ও সংকলনে: মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

পরিবেশনায়: ইমাম আযম (রহঃ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

পবিত্র হাদিসের আলোকে

জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান

[জানাযার বিষয়ে আহলে হাদিসদের বিভিন্ন মাসয়ালার বিভ্রান্তির অবসান]

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

পরিবেশনায়

ইমাম আযম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান

(জানাযার বিষয়ে আহলে হাদিসদের বিভিন্ন মাস'আলার বিভ্রান্তির অবসান)

গ্রন্থনা ও সংকলনে ঃ
মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা, ইমাম আযম রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩-৯৩৩৩৯৬

উৎসর্গ ঃ
আমার শ্রদ্ধেয় জনাব সাহেবুর রহমান মোল্লা (রহঃ)'র মাগফিরাত কামনায়।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।
নামকরণে ঃ সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন।

প্রথম প্রকাশ ঃ
১৪/ ০২/২০১৬ইং রোজ, রবিবার।
পরিবেশনায় ঃ ইমাম আযম (রহঃ) রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

পৃষ্ঠপোষকতা ঃ
ব্রিগিডিয়ার জেনারেল খুরশীদ আলম (অবঃ)।
খাদেম, দরবারে মকিমীয়া মুজাদ্দেদীয়া, ঢাকা।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ৬০/= টাকা মাত্র

যোগাযোগ ঃ দেশ-বিদেশের যে কোন স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইল ঃ ০১৮৪২- ৯৩৩৩৯৬

ভূমিকা

আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অসংখ্য কৃতজ্ঞতাসহ সিজদা আদায়ের পর, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার পুণ্যময় চরণে লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করছি। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমার এই পুস্তকে জানাযার নামায সংক্রান্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করছি, যে আমলের বিষয়গুলো যুগ যুগ ধরে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপিত হয়ে এসেছে, যা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সত্য যথেষ্ট প্রমাণাদী থাকায় সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার ছিলো আমজনতার নিকট। আধুনিক সভ্যতার এই যুগে এসে কিছু কথিত জ্ঞানপাপী এ সব দীপ্তমান জানাযা সংক্রান্ত কিছু মাস'আলার প্রতি নানা অভিযোগ উত্থাপন করে সরলমনা মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর নামধারী আলেমগণ জানাযার নামাযের পর দোয়াকে নিষেধ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে ভুয়া যুক্তি পেশ করে বলে থাকেন জানাযাই তো দোয়া; তাই জানাযার নামাযের পর আবার দোয়া করার কী প্রয়োজন?
সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই বিষয়টি খণ্ডন করা নিয়েই আমার এ গ্রন্থের অবতরণা। আমাদের সমাজের কিছু আলেম শ্রেণী তাদের পুস্তকে ভুয়া দাবী করে চলছেন যে জানাযার নামাযের পর দোয়া করা নাকি রাসূল, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী থেকে প্রমাণিত নয়। (নাউযুবিল্লাহ, ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ) তাই সেসব বিভ্রান্তি থেকে সহজ সরল মুসলমানদের সতর্কতার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আমার স্নেহের বড় বোন সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন এ পুস্তকের নামকরণ করেছেন ***"হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান*** (জানাযার বিভিন্ন মাস'য়ালার বিষয়ে আহলে হাদিসদের বিভ্রান্তির অবসান)। গ্রন্থাকারে রূপ দেয়ার পর বইজুড়ে অনুপম নজর দিয়ে আমাকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে রেখেছেন মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদী। বইয়ের বাংলা বানান সংশোধনীতে কৃতার্থ করেছে, আমার স্নেহের ভাই মুহাম্মদ মাহবুব আলম মজুমদার।
প্রিয় পাঠক! আশা করি, নাতিদীর্ঘ এই পুস্তকটি পরোপুরি পড়ে বিবেকের আদালতে মুখোমুখি হবেন। এতে আপনার অন্তরচক্ষু খোলে যাবে, ইনশাআল্লাহ! সফলতার মুখ দেখবে আমার পরিশ্রম।

অধম রচয়িতা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
তারিখ.১৫.১০.১৫ইং

সূচীপত্র

ক .প্রথম অধ্যায় ঃ জানাযা নামায সংক্রান্ত কিছু জরুরী মাসায়েল

১. জানাযার নামাযের সূচনা কাকে দিয়ে হয়?/ ৬
২. ইসলামী শরীয়তে জানাযার নামাযের হুকুম/ ৬
৩. জানাযার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তির নিরসন/৭
৪. জানাযায় সুরা ফাতেহা বা কিরাত পাঠ করা প্রসঙ্গ/ ৯
৫. জানাযার নামাযে কোন তাকবীর ছুটে গেলে কী করণীয়/ ১০
৬. দাফনের পর কবরের উপরে পানি ছিটানোর বৈধতা/ ১১
৭. নেককার লোকের পাশে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়ার ফযিলত প্রসঙ্গ/ ১২
৮. জানাযার নামাযের পূর্বে **'লোকটি কেমন ছিল'** বলার বৈধতা প্রসঙ্গ/ ১৪
৯. জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করবে/ ১৭
১০. জানাযার নামাযে সালাম ফিরানোর সময় হাত কী অবস্থায় রাখবে?/ ১৮
১১. মৃতের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী করা/ ১৯
১২. মৃতদেহ কবরে রাখার সময় রাসূলে মিল্লাতে রাখা প্রসঙ্গ/১৯
১৩. আত্মাহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়ার হুকুম/২০
১৪. শিশুর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা প্রসঙ্গ/ ২০
১৫. একাধিকবার জানাযার নামাজ বৈধ নয়/২১

খ. দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ জানাযা কি নামায নাকি দোয়া?

ক. আমাদের সমাজে জানাযাকে দোয়া বলে বিভ্রান্ত করতেছেন যারা/২৩
খ. 'জানাযা' নামায না দোয়া এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন কী বলে?/২৪
গ. 'জানাযা' নামায না দোয়া এ বিষয়ে প্রিয় নবির হাদিস কী বলে?/২৫
ঘ. ইমাম বুখারী ও মুসলিম কী বলেন?/২৭
ঙ. যে কারণে জানাযাকে কখনই দোয়া বলা যাবে না/২৮
চ. অন্যান্য নামাযে যা শর্ত জানাযাতেও তা শর্ত/২৮
১. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযাও মাকরুহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না/২৮
২. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযাও ওজু ছাড়া পড়া যাবে না/২৮
৩. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযাও নিয়ত করতে হবে/৩০
৪. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার স্থান পবিত্র হতে হবে/৩০

৫. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামাযেও ইমাম ও কাতার আছে/৩১
৬. জানাযার নামাযেও তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করতে হবে/৩১
৭. জানাযার নামাযেও তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন এবং তা বাঁধতে হবে/৩২
৮. জানাযার নামাযেও কিবলামুখী হয়ে আদায় করতে হবে/৩২
৯. অন্যান্য নামাযেও দোয়া পড়তে হয়, তাই বলে কি তাকে দোয়া বলা যাবে?/৩২
ছ. শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযাকে হেয় করে দোয়া মনে করলে তার হুকুম/৩২
জ. বিভিন্ন মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসিরগণ কী বলে?/৩৩

গ . তৃতীয় অধ্যায় ঃ জানাযা নামাযের পর দোয়া প্রসঙ্গ

১. হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান/৩৪-৫৪
ক. এ বিষয়ে মারফূ হাদীসসমূহ/৩৪-৩৯
খ. জানাযার পর দোয়া পড়ার বিষয়ে রাসূল (দ.)-এর আমল/৩৯-৪৯
গ. জানাযার নামাযের পর দোয়া খলিফাদের সুন্নাত/৪৯
ঘ. জানাযার নামাযের পর দোয়া পড়া সাহাবীগণের সুন্নাত/৫০-৫৪
২. এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের অবস্থান/৫৪
৩. ইমাম আযম (রাহ.)সহ বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণ কী বলেছেন?/৫৪
৪. ইমাম শা'রানীর রায়/৫৪
৫. জানাযার পরবর্তী দোয়া কবুলযোগ্য/৫৫
৬. কিছু নামধারী ইমাম আযমের অনুসারীদের অবস্থা/৫৭
৭. এ বিষয়ে আহলে হাদিসরা কোন পথে/৫৬

ঘ. চতুর্থ অধ্যায় ঃ আহলে হাদিস ও দেওবন্দীদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি

আপত্তি নং ১. ঃ অধিকাংশই দোয়া সেহেতু দোয়া করার পর দোয়া করার প্রয়োজন নেই/৫৬
আপত্তি নং ২ঃ কতিপয় আলেমদের অভিমত ও তার জবাব/৫৬
আহলে হাদিস ও দেওবন্দী ভাইদের প্রতি আকুল আবেদন/৬০
ইসলামী শরীয়তে দোয়া কী ইবাদত নয়?/৬১
শেষ কথা/৬৩-৬৪

প্রথম অধ্যায়
ক. জানাযা সংক্রান্ত কিছু জরুরী মাসায়েল

ক. ১. জানাযার নামাযের সূচনা কাকে দিয়ে হয়?

সর্বপ্রথম যার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় তিনি হচ্ছেন আদি পিতা আদম (ﷺ)। আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) (ওফাত. ৮৫৫হি.) লিখেন-

وَلما حَضرته الْوَفَاة اشْتهى قطف عنَب، فَانْطَلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الْمَلَائِكَة فَقَالُوا: أَيْن تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: إِن أَبَانَا اشْتهى قطفاً. قَالُوا: ارْجعُوا فقد كفيتموه، فَرَجَعُوا فوجدوه قد قبض، فغسلوه وحنطوه وكفنوه وَصلى عَلَيْهِ جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَالْمَلَائِكَة خَلفه وَبَنوهُ خَلفهم، ودفنوه. وَقَالُوا: هَذِه سنتكم فِي مَوْتَاكُم) . وَدفن فِي غَار يُقَال لَهُ: غَار الْكَنْز، فِي أبي قبيس

-"হযরত আদম (ﷺ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হলো। তিনি বেহেশতী আঙ্গুর খেতে চাওয়ায়, তাঁর আওলাদগণ তালাশ করতে লাগলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ পেলে পরে ফেরেশতারা বললেন, যাও আঙ্গুরের প্রয়োজন নেই। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ফিরে এসে আওলাদগণ ওফাত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাঁকে গোসল দিলেন, খোশবু মাখালেন, কাফন পরালেন। অতঃপর জিবরাঈল (ﷺ) এসে ইমাম হলেন, ফেরেশতাগণ পিছনে দাঁড়ালেন, নামায পড়ে বললেন, এটা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য সুন্নাত তরীকা। অতঃপর আবু কোবাইস পাহাড়ের কান্য গর্তে দাফন করলেন।"[১]

ক. ২. ইসলামী শরীয়তে জানাযার নামাযের হুকুম ঃ

ইসলামী শরিয়তে জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। আর একে কেউ অস্বীকার বা ইনকার করলে সে কাফির সাব্যস্ত হবেন। বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার কিতাব "ফাতোয়ায় সিরাজীয়া" এর ২২ পৃষ্ঠায় আছে-

الصلاة على الجنازة فرض كفاية فاذا قام بها البعض سقطت عن الباقين

-"জানাযার নামায ফরজে কিফায়া। যদি কিছু সংখ্যক লোক উহা আদায় করে তাহলে অন্যান্যের জিম্মা থেকে তা আদায় হয়ে যাবে।" বিখ্যাত হানাফী ফিকহের কিতাব "মাজমাউল আনহুর" এ আছে-

---

১ . আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহিহুল বুখারী, ৪/৪৯পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত,

(الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ) بِالْإِجْمَاعِ حَيْثُ يَسْقُطُ عَنْ الْآخَرِينَ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ وَإِلَّا يَأْثَمُ الْكُلُّ

-"মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপর নামায পড়া সমস্ত আয়িম্মায়ে দ্বীনের মতে ফরজে কিফায়া। কিয়দংশ লোক জানাযার নামায পড়লে অন্যদের ফরজ আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় সকলে গুনাহগার হবে।"[২] ইমাম বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহ.) বলেন- فَرْضُ كِفَايَةٍ بِالْإِجْمَاعِ-"সমস্ত ইমামের মতে মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপর নামায পড়া ফরজে কিফায়া।"[৩] অনুরূপ ইমাম খসরু ফারমুজ (ওফাত. ৮৮৫হি.)ও তার কিতাবে অভিমত পেশ করেছেন।[৪] ইমাম ইবনে নুযাইম মিশরী হানাফী (৯৭০হি.)ও তাঁর কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[৫] ইমাম তাহতাবী হানাফী (ওফাত. ১২৩১হি.)ও তাঁর কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।[৬] বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফাতোয়ায়ে শামীতেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।[৭]

ক .৩ ঃ জানাযার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ

জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা হল চারটি। ইদানিং আহলে হাদিসগণ পাঁচ তাকবীর বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করবো না; কেননা আমার লিখিত *'প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"* ২য় খণ্ডে দীর্ঘ আলোকপাত করেছি। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে তারপরও এখানে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি। ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

-"বাদশা নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সে দিনই রাসূল (ﷺ) তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং জানাযার স্থানে গিয়ে কাতারবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযা আদায় করেন।"[৮] ইমাম তিরমিযি (রহ.) এ হাদিস সংকলন করে বলেন-

---

২ .ইমাম আফেন্দী, মাজমাউল আনহুর, ১/১৮২পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৩হি.।

৩ .ইমাম আইনী, আল-বেনায়া ফি শরহুল হেদায়া, ৪/৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০হি.।

৪ . খুসরু, দুররুল হেকাম, ১/৬০পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৩হি.।

৫ .ইবনে নুযাইম মিশরী, বাহারুর রায়েক, ২/১৮৩পৃ. দারুল কিতাব ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১২হি.।

৬ .ইবনে তাহতাবী, হাশীয়াতুল তাহতাবী আ'লা মারাকিল ফালাহ ফি শরহে নুরুল ঈযাহ, ২/১৮৩পৃ. দারুল কিতাব ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮হি.।

৭ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার, ২/২০৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১২হি.।

৮ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৭২পৃ. হাদিস নং. ১২৪৫, পরিচ্ছেদ, জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা কত?

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ- وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ-

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ)-এর এ হাদিসটি হাসান, সহিহ। **অধিকাংশ সাহাবী ও আহলে ইলমগণ (ইলমে ফিকহ ও হাদিস বিশারদের) আমল করেছেন।**"[৯] ইমাম তিরমিযি (ﷺ) আরও বলেন-

وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَجَابِرٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَنَسٍ

-"এ বিষয়ে সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে আবি আওফা (রা.), হযরত জাবের (রা.), হযরত আনাস (রা.), হযরত ইয়াযিদ ইবনে ছাবিত (ﷺ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।"[১০]

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا-

-"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ) জানাযায় চারটি তাকবীর বলতেন।"[১১] ইমাম ইবনে মাযাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا-

-"হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই নবী করিম (ﷺ) জানাযাতে চারটি তাকবীর বলতেন।"[১২] আহলে হাদিসদের ইমাম আলবানীও হাদিসটি সহিহ বলে তাহকীক করেছেন।[১৩] ইমাম তাবরানী (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ كَبَّرَ أَرْبَعًا

-"হযরত ইয়াযিদ ইবনে রুকানাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করতেন।"[১৪] এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

৯ .ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৩৩৩পৃ. হাদিস নং ১০২২

১০ .ইমাম তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৩৩৩পৃ. হাদিস নং ১০২২

১১ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'নিল আছার, ১/৪৯৪পৃ. হাদিস নং ২৮৩৪, পরিচ্ছেদ, জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা কত?

১২ .ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ১/৪৮২পৃ. হাদিস নং ১৫০৪, পরিচ্ছেদ, জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা।

১৩ .আলবানী, সহিহুল সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস নং ১৫০৪, পরিচ্ছেদ, জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা।

১৪ .তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২২/২৪৯পৃ. হাদিস নং ৬৪৭-মাকতুবায়ে ইবনে তাইমিয়া, কায়রু, মিশর, প্রকাশ. ১৪১৫হি. ইমাম হাইসামী (রহ.) বলেন, এ হাদিসের সনদটি সহিহ। (মাযমাউয যাওয়াইদ, ৩/৩৩পৃ. হাদিস নং ৪১৬৭, মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রু, মিশর, প্রকাশ.১৪১৪হি.)

ক . ৪. জানাযায় সূরা ফাতেহা বা কিরাত পাঠ করা প্রসঙ্গ ঃ

জানাযা নামায কিন্তু কিরাতবিহীন নামায। তথাকথিত আহলে হাদিসগণ এ বিষয়টি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখা যায়। এ বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আমি আমার লিখিত **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"** এর ২য় খণ্ডে দীর্ঘ আলোকপাত করেছি; পাঠকবৃন্দের দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফিকহের কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরে রয়েছে-

وَلَا يَقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنَ وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ بِنِيَّةِ الدُّعَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَرَأَهَا بِنِيَّةِ الْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ؛ ... كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ-

-"জানাযায় কোরআন তেলাওয়াত করবে না। যদি দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় তাহলে অসুবিধা নেই। আর যদি ক্বিরাতের নিয়তে পাঠ করা হয় তাহলে জায়েয হবে না।...যেমনটি মুহিতে সুরখছী কিতাবে রয়েছে।"[১৫] এবার কতিপয় হাদিসে পাক উল্লেখ করছি।

রাসূল (ﷺ)-এর আমল ঃ বুখারী শরিফের ব্যাখ্যাকার ইমাম বদরুদ্দীর মাহমুদ আইনী (রহ.) ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) এর সূত্রে সংকলন করেন-

وَ ابْنِ مَسْعُود: لم يُوَقت فِيهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قولا وَلَا قِرَاءَة،

-"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবি (ﷺ) জানাযার নামাযে কোন কউল ও ক্বিরাত নির্দিষ্ট করেননি।"[১৬]

সাহাবীদের আমল ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

-"তাবেয়ী না'ফে (রহ.) বলেন, মুজতাহিদ ফকিহ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) জানাযার নামাযে কেরাত পড়তেন না।"[১৭]

তাবেয়ীদের আমল ঃ ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

---

১৫ .নিযামুদ্দীন বলখী, আল-ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী) ১/১৬৪পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৩১০হি.।

১৬ .ইমাম আইনী, উমদাতুল ক্বারী, ৮/১৪১পৃ. প্রাগুক্ত.

১৭ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯২পৃ. হাদিস নং ১১৪০৪, মালেক, মুয়াত্তায়ে মালেক, ২/৩২০পৃ. হাদিস নং ৭৭৭, ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৮৭পৃ. হাদিস নং.৬৪২৩, মুফতি আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন এ সনদটি সহিহ। (ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/৩৯৭পৃ. হাদিস নং.১১১৬, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন)

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا، فَقُلْتُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَالَ: «لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ

-"তাবে-তাবেয়ী হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ (রহ.) বলেন সাহাবী হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর ছেলে তাবেয়ী হযরত সালেম (রহ.) কে প্রশ্ন করা হয় জানাযার নামাযে কি কোন কিরাত আছে? তিনি বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত নেই।"[১৮] ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) একটি হাদিসে পাক সংকলন করেন এভাবে-

عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً

-"তাবেয়ী হযরত বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, জানাযার নামাযে কিরাত আছে বলে আমরা জানি না।"[১৯] ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ

-"পাঁচশত সাহাবীর দর্শন লাভকারী[২০] তাবেয়ী ইমাম শা'বী (রহ.) এবং তাবেয়ী ইমাম ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) বলেন, জানাযাতে কোন কিরাত নেই।"[২১]

ক. ৫. জানাযার নামাযে কোন তাকবীর ছুটে গেলে কী করণীয় ঃ

অন্যান্য নামাযে যেমন রাক'আত ছুটে গেলে ইমাম সালাম ফিরার পর তা আদায় করতে হয়; তেমনিভাবে জানাযার নামাযেও কোন তাকবীর ছুটে গেলে তা ইমাম সালাম ফিরালে (মুক্তাদী) সালাম না ফিরিয়ে নিজে নিজে তা আদায় করবে। যেমন ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ، فَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ

-"ইমাম মালেক (রহ.) তাবেয়ী ইমাম ইবনে শিহাব জুহুরী (রহ.)-এর কাছে জানতে চাইলেন জানাযার নামাযে কিছু তাকবীর ছুটে গেলে কী করবে? অতঃপর তিনি বলেন,

১৮ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১৪, মাকতুবাতুর রুশদ, রিয়াদ, সৌদি, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৯ হি. সনদটি সহিহ।
১৯ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১২, সনদটি সহিহ।
২০ . এ তাবেয়ী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "রফে ইয়াদাইনের সমাধান" গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।
২১ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৩পৃ. হাদিস নং ১১৪১০, সনদটি সহিহ।

তা ইমাম সালাম ফিরানোর পর কাযা করে নিবে।"[২২] ইমাম আব্দুর রায্যাক (২১১হি.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ

-"ইমাম মা'মার (রহ.) হযরত কাতাদা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন জানাযার নামাযে কোন তাকবীর ছুটে গেলে তা (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) কাযা করে নিবে।"[২৩] ইমাম আব্দুর রায্যাক (২১১হি.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ

-"ইমাম ইবনে জুরাইজ (রহ.) তাবেয়ী আতা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, ইমামের পিছনে নামায পড়া অবস্থায় যদি কোন তাকবীর ছুটে যায় তাহলে অতঃপর (ইমাম সালাম ফিরানোর পর) সে তাকবীর (নিজে নিজে) বলবে।"[২৪] তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.)এরও অনুরূপ মত পাওয়া যায়।[২৫] ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.)ও এর সমাধানে বলেছেন-

فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ

-"অতঃপর ইমাম সালাম ফিরাবে তারপর মুক্তাদী দাঁড়িয়ে থাকবেন ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো কাযা করবে।"[২৬]

ক. ৬. দাফনের পর কবরের উপরে পানি ছিটানো ঃ

আমাদের মাঝে কবর দেয়ার পর কবরে পানি দেয়ার প্রচলন রয়েছে অনেকে তাকে বিদ'আত বলে উড়িয়ে দিতে চান; অথচ তা রাসূল (ﷺ)-এর যামানায় ছিল। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)'র উস্তাদ ছিলেন তাবেয়ী ইমাম জাফর সাদেক (রহ.)। ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (রহ.) বলেন, তাঁর প্রশংসায় স্বয়ং ইমাম আযম (রহ.)ই বলেন-

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

-"ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার শায়খ ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) হতে আর কাউকে বড় ফকিহ দেখিনি।"[২৭] ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বর্ণনা করেন -

২২ .ইমাম মালেক, আল-মুয়াত্তা, ১/২২৭পৃ. হাদিস নং ১৬ (শায়খ আব্দুল বাকি সম্পাদিত)
২৩ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৮৪পৃ. হাদিস নং ৬৪১৪, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৪০৩হি.
২৪ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৮৪পৃ. হাদিস নং ৬৪১২, প্রাগুক্ত.
২৫ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/৪৮৪পৃ. হাদিস নং ৬৪১১ এবং ৬৪১৩, প্রাগুক্ত.
২৬ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/৫৪১পৃ. হাদিস নং ৪৩৭৭, প্রাগুক্ত.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي: أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"রাসূল (ﷺ)-এর যামানায় কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়ার প্রচলন ছিল।"[২৮]

অনুরুপ হাদিস তাবেয়ী আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার পিতার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।[২৯] ইমাম জাফর সাদেক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে ইমাম বায়হাকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) অনুরুপ এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন-

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ

-"ইমাম জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) তার সন্তান ইবরাহিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দাফনের পর কবরের উপর পানি দিয়েছিলেন।"[৩০] অনুরূপ হাদিস তাবেয়ী আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন উমর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তার পিতার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।[৩১] এ হাদিসটি যদিও মুরসাল সনদের দিক থেকে অনেক শক্তিশালী। আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী হযরত তাউস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর সম্পর্কে বলেন-

وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء

-"হাদিসটি মুরসাল; আর এ ধরনের হাদিস অধিকাংশ আলেমের মতে হুজ্জাত।"[৩২]

ক. ৭. নেককার লোকের পাশে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া প্রসঙ্গ

বিভিন্ন বাতিল পন্থীগণ এ বিষয়টি অস্বীকার করে থাকেন। এ বিষয়ে আমার অন্য কিতাব **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"** এর ১ম খণ্ডে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি; তারপরও পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে এখানে সামান্য আলোকপাত করছি।

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِينَ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوءِ كَمَا يَتَأَذَّى الْحَيُّ بِجَارِ السُّوءِ -

২৭ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলামী, ৩/৮২৮পৃ. দারুল গুরুবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ . ২০০৩ইং ও যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, ১/১২৬পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯হি. মিয্যী, তাহযিবুল কামাল, ৫/৭৯পৃ. মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০০হি.

২৮ . ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/৫৭৬পৃ. হাদিস নং. ৬৭৩৯, দারুল কুতব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৪২৪হি.

২৯ . ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/৫৭৬পৃ. হাদিস নং. ৬৭৪১, প্রাগুক্ত.

৩০ . ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/৫৭৬পৃ. হাদিস নং. ৬৭৪০, প্রাগুক্ত.

৩১ . ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/৫৭৬পৃ. হাদিস নং. ৬৭৪২, প্রাগুক্ত.

৩২ .আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ২/৭১পৃ. ক্রমিক. ৩৫৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪০৫হি.

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে (যথাসম্ভব) নেক বান্দাদের মাঝে দাফন করবে। নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তিগণ খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা কষ্ট অনুভব করে। যেরূপ জীবিতগণ খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে। ইমাম সুয়ূতি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন- হাদিসটি সনদে দুর্বল।"[৩৩]

وَأخرج الْمَالِينِي عَن ابْنِ عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا مَاتَ لأحدكم الْمَيِّت فَأَحْسنُوا كَفنه وعجلوا بإنجاز وَصيته وأعمقوا لَهُ فِي قَبره وجنبوه الْجَار السوء قيل يَا رَسُول الله وَهل ينفع الْجَار الصَّالح فِي الْآخِرَة قَالَ هَل ينفع فِي الدُّنْيَا قَالُوا نعم قَالَ كَذَلِك ينفع فِي الْآخِرَة -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাকে সুন্দর কাফন পরিধান করাও এবং তার অসিয়ত দ্রুততার সাথে পূর্ণ কর। তার কবর গভীরভাবে খনন কর এবং তাকে খারাপ প্রতিবেশী থেকে দূরে রাখ। বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! নেক প্রতিবেশী পরকালে কি উপকারে আসবে? ইরশাদ করেন, দুনিয়ায় কি নেক প্রতিবেশী উপকার করতে পারে? তারা বললেন, হ্যাঁ পারে। রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন, ঐ রকমই নেক প্রতিবেশী পরকালেও উপকার করবে।"[৩৪]

এ প্রসঙ্গে আরো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন-

৩৩ . দায়লামী : ফিরদাউস : ১/১০২পৃ, হাদিস ঃ ৩৩৭, দারুল কুতব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, সুয়ূতি : শরহুস সুদুর : ১৩ পৃ. মাকতুবাতুত তাওফিকহিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, সুয়ূতী, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/৬৬পৃ. সুয়ূতী, জামিউল আহাদিস, ২/১০৫পৃ. হাদিস ঃ ৯৯২, আবু নুঈম ইস্পাহানী : হুলিয়াতুল আউলিয়া : ৬/৩৫৪পৃ. দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/৫৯পৃ. হাদিস, ৫০৮, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, কাজী আবু আব্দুল্লাহ ফালাকী : আল ফাওয়াহিদ : ১/৯১পৃ. সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : পৃ. ৫১, হাদিস ঃ ৪৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আযলূনী : কাশফুল খাফা : ১/৬৪পৃ. হাদিস ঃ ১৬৯, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আল্লামা খলীলী : আল- মাশায়েখাতাহ : পৃ. দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৩০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৮, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর, ইবনে হাজার আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৩/৯৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনুল ইরাক, তানযিহুশ শরীয়াহ, ২/৩৭৩পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৫৯৯পৃ. হাদিস ঃ ৪২৩৭১, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, ইবনে আসাকীর, তারীখে দামেস্ক, ৫৮/৩৭৭-৩৭৮পৃ. হাদিস ঃ ৭৪৭৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইবনে হিব্বান, মাজরুহীন, ১/২৯১পৃ. হাদিস ঃ ৩২৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আলবানী, ছহীহুল জামে, হাদিস,২৬৩, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

৩৪ . ক. ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতী : শরহুস সুদুর : ১৩৪ পৃ., ইমাম মুয়ালাইনী : আল মুওয়াতলাক ওয়াল মুখতালাফ, আযলূনী, কাশফুল খাফা, ১/৬৪পৃ. হাদিস ঃ ১৬৯, সাখাভী, আল-মাকাসিদুল হাসানা, ৫১পৃ. হাদিস,৪৭

وَأخرج إِبْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْقُبُور عَن عبد الله بن نَافِع الْمُزنِيّ قَالَ مَاتَ رجل بِالْمَدِينَة فَدفن بِهَا فَرَآهُ رجل كَأَنَّهُ من أهل النَّار فَاغْتَمَّ لذَلِك ثمَّ أريه بعد سابعة أَو ثامنة كَأَنَّهُ من أهل الْجنَّة فَسَأَلَهُ قَالَ دفن مَعنا رجل من الصَّالِحين فشفع فِي أَرْبَعِينَ من جيرَانه فَكنت فيهم -

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে না'ফে আল মুজনী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাতে এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সেখানে তাকে দাফন করা হয়। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। সে জাহান্নামের আযাবে রয়েছে। এতে চিন্তায় ডুবে গেল। অতঃপর সাত বা আট দিন পর তাকে আবার দেখানো হল, সে জান্নাতের নেয়ামতের মধ্যে আছে। তখন সে তাকে (স্বপ্নে এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলে সে জবাবে জানায়, আমাদের নিকট একজন নেক বান্দাকে দাফন করা হয়েছে। সে তার চল্লিশজন পড়শীর ব্যাপারে সুপারিশ করেছেন। আমি তাদের ঐ চল্লিশজনের মধ্যে একজন ছিলাম। (আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করে আমাদের জান্নাত দান করেছেন)।"[৩৫]

ক. ৮. লোকটি কেমন ছিল বলা বা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা প্রসঙ্গে

"হাদীসের নামে জালিয়াতি" বইয়ের ৪৫১ পৃষ্ঠায় লেখক উল্লেখ করেছেন যে, **"মৃত দেহ সামনে রেখে উপস্থিত মুসল্লীগণকে প্রশ্ন করা হয়, লোকটি কেমন ছিল? সকলেই বলেন ভাল ছিল ... ইত্যাদি। এই কর্মটি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।"** (নাউযুবিল্লাহ ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ)

এ মিথ্যা ও জঘন্য বক্তব্যের জবাব ঃ

দলীলবিহীন লেখকের মূর্খতার পরিচয় খুব ভালোভাবেই পাওয়া গেল। তিনি অসংখ্য সহিহ হাদিসকে অস্বীকার ও ইনকার করেছেন। অসংখ্য সহিহ হাদিস অস্বীকার করার পাশাপাশি একটি নেক আমল বা পুণ্যময় কাজকে অস্বীকার করে গোমরাহীর পরিচয় দান করেছেন। একজন মুসলমান বান্দা তার জীবনে অনেক নেক আমল করেছে পাশাপাশি গুনাহও করেছে কম বেশী। এখন মৃত্যুর পর তার কোনটা আলোচনা করা যায়? ভাল দিকটা, না মন্দটা? প্রিয় নবি করীম (ﷺ) এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন,

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ –

৩৫ .ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : শরহুস সুদুর : ১৩৫ পৃ., আনবীয়ুল আযকিয়া ফী হায়াতিল আম্বিয়া,পৃ.৭, আল্লামা হামিদুল্লাহ দাযভী : আল বাসায়ের, পৃ. ১২৯, ইমাম আবিদ দুনিয়া : আল-কুবুর, ১/১২৮পৃ. হাদিস ঃ ১৩৯, মাকতুবাতুল গুরুবাইল আসরিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২০হি.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির ভালো কাজের আলোচনা কর এবং মন্দ কার্যাদি বা বিষয়াদি আলোচনা করা থেকে বিরত থাক।"[৩৬] ইমাম হাকেম নিশাপুরী (ﷺ) বলেন, هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ-"উক্ত হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ। যদিও ইমাম বুখারী (ﷺ) ও মুসলিম (ﷺ) এটি বর্ণনা করেননি।"[৩৭] অপরদিকে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতি (ﷺ) তার গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ। আলবানী সুনানে তিরমিযীর টীকায় দ্বঈফ বলার কোন ভিত্তি আমাদের কাছে নেই। তাই উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেল যে, মৃত ব্যক্তির মন্দ কার্যাদি আলোচনা করা বা প্রকাশ করা নিষেধ। এখন বাকী রইলো মৃত ব্যক্তির প্রশংসা। এ প্রসঙ্গে রাসূলে খোদা (ﷺ) ইরশাদ ফরমান,

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ-

-"হযরত আনাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (ﷺ) একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তারা মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির ভালো গুণাবলী আলোচনা করছিলেন, তখন প্রিয় নবী (ﷺ) বললেন,

৩৬ . ক. আবূ দাউদ, আস্-সুনান, ৪/২৭৫পৃ. হাদিস ঃ ৪৯০০, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, বয়রুত, লেবনান, তিরমিযী, আস্-সুনান, ২/৩৩০পৃ. হাদিস ঃ ১০১৯, দারুল গুরুবুল ইসলামী, বয়রুত লেবানন, প্রকাশ. ১৯৯৮খৃ., বায়হাকী, সুনানিল কোবরা, ৪/৭৫পৃ. হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৪২পৃ. হাদিস ঃ ১৪২১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, সুয়ূতি, জামেউস সগীর, ১/৭১পৃ. হাদিস ঃ ৯০৫, আবি বকর খাল্লাল, আস্-সুন্নাহ, ৩/৫১৩পৃ. হাদিস,৮২৯, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৭/২৯০পৃ. হাদিস ঃ ৩০২০, তাবরানী, মু'জামুস সগীর, ১/২৮০পৃ. হাদিস ঃ ৪৬১ ও মু'জামুল কাবীর, ১২/৪৩৮পৃ. হাদিস ঃ ১৩৫৯৯, ইবনে মুকরী, আল-মু'জাম, ১/১৪৯পৃ. হাদিস ঃ ৪১৮, বায়হাকী, আল-আদাব, ১/১১৭পৃ. হাদিস ঃ ২৮২, এ সনদটি হযরত আয়েশা হতে,সুনানিল কোবরা, ৪/১২৬পৃ. হাদিস ঃ ৭১৮৯, শুয়াবুল ঈমান, ৯/৫৬পৃ. হাদিস ঃ ৬২৫২, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৮৭পৃ. হাদিস ঃ ১৫০৯, দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, তিনি বলেন সনদটি সহিহ, হাইসামী, মাওয়ারিদুয্-যামান, ১/৪৮৭পৃ. হাদিস, ১৯৮৬, ইবনে আছির, জামিউল আছির, ১০/৭৬৫পৃ. হাদিস ঃ ৮৪৫০, নাওয়াবী, খুলাসাতুল আহকাম, ২/৯৪৪পৃ. হাদিস ঃ ৩৩৫৩, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৮হি., মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ, ৬/১১পৃ. হাদিস ঃ ৭৩২৮, সুয়ূতি, আদ্দুরুল মুনতাসিরাহ, ১/৬৮পৃ. হাদিস ঃ ৭১, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৫৩পৃ. হাদিস ঃ ১৫৮৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৩৭. ক. হাকিম নিশাপুরী, মুস্তাদরাক, ১/৫৪২পৃ. হাদিস ঃ ১৪২১, সাখাভী, মাকাসিদুল হাসানা,৬৭পৃ. হাদিস ঃ ৮৪, আল্লামা জালালুদ্দীন আমজাদী : আনওয়ারুল হাদিস, ২৩৪ পৃ.

(তোমাদের ভালো প্রশংসার দ্বারা) ওয়াজিব হয়ে গেল। অপর আরেকটি জানাযার পাশ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়াদি আলোচনা করছিলেন, তখন প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, (তোমাদের মন্দ আলোচনার দ্বারা) ওয়াজিব হয়ে গেল। হযরত উমর (رضي الله عنه) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ﷺ)! কী চূড়ান্ত বা ওয়াজিব হয়ে গেল? প্রিয় নবী (ﷺ) ইরশাদ করলেন, যে মৃত ব্যক্তিটির তোমরা ভালো গুণাবলী আলোচনা করেছ, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে মৃত ব্যক্তির মন্দ আলোচনা করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ।"[৩৮]

এ প্রসঙ্গে আরো সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেমন বর্ণনায় এসেছে

عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ» فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ، قَالَ: «وَثَلاَثَةٌ» فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ، قَالَ: «وَاثْنَانِ» ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ -

-"হযরত আবুল আসওয়াদ (رحمه الله) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদিনায় এসে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ বিস্তার লাভ করেছে। আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) এর নিকট বসলাম। তাঁর নিকট দিয়ে একটি জানাযা চলে গেল ও (সেই) মৃত লোকটির প্রশংসা করা হল। তিনি {হযরত ওমর (رضي الله عنه)} বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর অপর একটি জানাযা চলে গেলে (সেই) মৃত লোকটির মানুষ বদনাম করল। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি তখন বললাম, হে আমিরুল মু'মিনিন! কি ওয়াজিব হল? হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, হুজুর (ﷺ) যা বলেছিলেন আমিও তাই বললাম। রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান যে, চার জন ঈমানদার ব্যক্তি যদি একজন মুসলমানকে ভালো ঈমানদার বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞাসা করলাম, যদি তিনজন হয়? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলেও। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, যদি দুই জন সাক্ষ্য দেয়? রাসূল (ﷺ) বললেন, তাহলেও। বর্ণনাকারী

৩৮ .ইমাম বুখারী : আস্ সহীহ : কিতাবুয জানাইয : ১/৪৬০ পৃ. হাদিস নং ১৩৬৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম মুসলিম : আস্ সহীহ : ২/৬৫৫ পৃ. : কিতাবুয্ জানাইয : হাদিস : ৯৪৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৩১৭ পৃ., হাদিস : ১৬৬২, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, ইমাম তিরমিযী, আস্-সুনান, ২/৪৫পৃ. হাদিস ঃ ১০৬০

{উমর (رضي الله عنه)} বলেন, তারপর একজনের ব্যাপারে আমি আর প্রশ্ন করিনি।"[৩৯] মৃত ব্যক্তির খারাপ দিকগুলো সমালোচনা করার ব্যাপারে রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান -

عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا-

-"হযরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মৃতদেরকে গালি দিওনা, বদনাম করোনা। কারণ তারা তাদের নিজের কার্যাদির নিকট পৌছে গেছে।"[৪০]

এসব আমল সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত ভালো বলতে আদেশ করেছেন এবং মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। নিশ্চয়ই মানুষ মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় দুআ করার জন্যই তাকে ঈমানদার মনে করে তার জানাযায় শরীক হয়ে থাকে। তাই তাকে ভালো বলতে আপত্তি কিসের? ইমাম সারাখসী (রহ.) বলেন-

لا بأس بالثناء على الميت بما فيه وانما يكره مجاوزة الحد بذكر ما لم يكن فيه-

-"মৃতের বাস্তবসম্মত প্রশংসা করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে অবাস্তব প্রশংসা করত সীমা লঙ্ঘন করা নিতান্তই মাকরূহ।"[৪১]

পৃথিবীতে নবীগণ ছাড়া আর কেউ নিষ্পাপ নয়; তাই মানুষ হিসেবে সকলেরই কিছু না কিছু মন্দ গুনবলী থাকতে পারে। তাই বলে তার ভালো বলা যাবে না এমনটি নয়। সুন্নি ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখগণ সমাজের মুসলমানদেরকে আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনানুসারে চলার জন্য এ ভালো আমলগুলোর শিক্ষা দেন। পক্ষান্তরে যারা এগুলোর বিপরীত ধারণা পোষণ করেন, তারা ঈমানদার কিনা তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ ইহকালে ও পরকালে আমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল ছাড়া কোন উপায় নেই।

ক. ৯ ঃ জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরেই হাত উত্তোলন করবে ঃ

বর্তমানে আহলে হাদিসগণ জানাযার নামাযে প্রত্যেক তাকবীরে হাত উত্তোলন করে থাকেন এবং আমরা এরূপ করি না বলে আমাদের নামায বিশুদ্ধ নয় বলে থাকেন। অথচ হাত না উঠানোর বিষয়েও অনেক হাদিসে পাক রয়েছে। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বর্ণনা করেন-

৩৯. ইমাম বুখারী : আস-সহিহ : ১/৩৮০পৃ. কিতাবুয জানাইয : হাদিস : ১০৬১, নাসায়ী, আস্-সুনান, ৪/৫০পৃ. হাদিস ঃ ১৯৩৪

৪০. ক. ইমাম বুখারী : আস সহিহ : ১/৩৫০পৃ. কিতাবুয জানাইয : হাদিস : ১৩৯৩, ইমাম নাসাঈ : আস সুনান : ৪/৫৩ পৃ. হাদিস নং : ১৯৩৬, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল্ মুসনাদ : ৬/১৮০ পৃ.

৪১ . সারাখসী, শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১/১৮পৃ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) এক মৃতের উপর সালাত আদায় করেন। তখন তিনি (শুধু) প্রথম তাকবীরে তাঁর দুই হাত উঠান এবং ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখেন।"[৪২] আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী সুনানে তিরমিযির তাহক্বীকে এ হাদিসটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৩] ইমাম দারেকুতনী (রহ.) সংকলন করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (দ.) জানাযার সালাতের প্রথম তাকবীরে দুই হাত উঠাতেন, এরপর পুনরায় আর হাত উঠাতেন না।"[৪৪]

ক. ১০ ঃ জানাযার নামাযে সালাম ফিরানোর সময় হাত কী অবস্থায় রাখবে?

জানাযার নামাযের এ মাসয়ালাটির বিষয়ে আমাদের অনেক মুসল্লীই ভুল করে থাকেন। বাহারে শরিয়ত গ্রন্থাকার মুফতি আমজাদ আলী (রহ.) বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার গ্রন্থ দুররুল মুখতার ও রুদ্দুল মুহতারের সূত্রে উল্লেখ করেছেন-'সঠিক নিয়ম হলো জানাযার নামাযের যখন চতুর্থ তাকবীর দেয়া হবে তখন দু হাত খুলে সালাম ফিরাবে।"[৪৫] তৃতীয় তাকবীরের পর আর কোনো দোয়া নেই বলেই ফুকাহায়ে কেরাম এ ফাতওয়া পেশ করেছেন। যেমন ইমাম তাহতাবী (রহ.) উল্লেখ করেন-

ويسلم" وجوبا "بعد" التكبيرة "الرابعة من غير دعاء" بعدها "في ظاهر الرواية"

-"জাহেরুর রেওয়ায়েত হলো চতুর্থ তাকবীরের পর কোনো দোয়া পড়া ব্যতীত সালাম ফিরাবে।"[৪৬] ফাতওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে যে-

ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ وَلَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ. وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، هَكَذَا فِي الْكَافِي

৪২ .তিরমিযি, আস্-সুনান, ৩/৩৮০পৃ. হাদিস নং ১০৭৭, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৪৮পৃ. সুনানে দারেকুতনী, ২/৪৩৮পৃ. হাদিস নং ১৮৩১

৪৩ .আলবানী, সহিহুল সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং ১০৭৭, তিনি বলেন, সনদটি 'হাসান' পর্যায়ের।

৪৪ .সুনানে দারেকুতনী, ২/৪৩৮পৃ. হাদিস নং ১৮৩২

৪৫ . মুফতি আমজাদ আলী, বাহারে শরীয়ত, ৪/১৫৪ পৃষ্ঠা, মুফতী মুস্তফা হামীদী, জানাযার নামায বাদ দোয়া ও মুনাজাত, ২৭ পৃষ্ঠা।

৪৬ . তাহতাবী, হাশীয়ায়ে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ, ১/৫৮৬পৃ.

-"তারপর চতুর্থ তাকবীর দিবে তারপর দুই সালাম দিবে। চতুর্থ তাকবীরের পরে সালামের পূর্বে আর কোনো দোয়া নেই। যেমনটি ইমাম কাযি খাঁন (রহ.) শরহিল জামেউস সগীরের মধ্যে বলেছেন। আর এটিই জাহিরুল মাযহাব যেমনটি কাফি গ্রন্থে রয়েছে।"[৪৭]

তাই বলে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে ডান হাত বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে বাম হাত ছাড়ার কোন নজির কোনো ফিকহের কিতাবে দৃষ্টি গোচর হয়নি।

ক. ১১ ঃ মৃতের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী করা ঃ

অনেক জাহেল লোক মৃতের পরিবারের জন্য খাদ্য দেওয়াকে বিদআত বলে থাকেন; অথচ এটি সহিহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ–

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণিত, (হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের শাহাদাতের খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী কর; কারণ তারা এমন এক শোকাবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে।"[৪৮] স্বয়ং আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদিসটির সনদটিকে 'হাসান' বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৯] ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) বলেন- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ -"সনদটি সহিহ যদিও বা ইমাম বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেননি।"[৫০] এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক আমার লিখিত **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"** দ্বিতীয় খণ্ড দেখুন।

ক. ১২ ঃ মৃতদেহ কবরে প্রবেশের সময় রাসূলের মিল্লাতে রাখা ঃ

এ বিষয়টিকে ইদানীং অনেক বাতিল পন্থীগণ অস্বীকার করে থাকেন; তাই এ বিষয়ে অনেক হাদিসে পাক থেকে কয়েকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করছি।

৪৭ . নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতোয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৬৪পৃ. কিতাবুল জানাইয

৪৮ .সুনানে আবু দাউদ, ৩/১৯৫পৃ. হাদিস নং ৩১৩২, আবু দাউদ তায়লসী, আল-মুসনাদ, ২/২৮৪পৃ. হাদিস নং ১০২৬, ইমাম শাফেয়ী, আল-মুসনাদ, ১/৩৬১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০০হি. ইমাম হুমায়দী, আল-মুসনাদ, ১/৪৬৪পৃ. হাদিস নং ৫৪৭, দারুল হিজর, মিশর, প্রকাশ. ১৪০৯হি., ইসহাক ইবনে রাহওই, আল-মুসনাদ, ৫/৪১পৃ. হাদিস নং ২১৪৪, আহমদ, মুসনাদ, ৩/২৮০পৃ. হাদিস নং ১৭৫১, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৫১৪পৃ. হাদিস নং ১৬১০, মুসনাদে বাযযার, ৬/২০৪পৃ. হাদিস নং ২২৪৫, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ২/১০৮পৃ. হাদিস নং ১৪৭২, সুনানে দারেকুতনী, হাদিস নং ১৮৫০,

৪৯ .আলবানী, সহিহুল সুনানে আবু দাউদ (তাহক্বীক) , হাদিস নং ৩১৩২, তিনি বলেন হাদিসটি 'হাসান'।

৫০ . ইমাম হাকেম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫২৭পৃ. হাদিস নং ১৩৭৭

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যখন তোমাদের মৃতদেরকে কবরের মধ্যে রাখবে, তখন বলবে- بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মিল্লাতের (দ্বীনের) উপরে।"[৫১]

ক. ১৩ ঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায পড়ার হুকুম ঃ

হানাফী মাযহাব মুতাবেক আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া জায়েয, তবে বড় আলেম দিয়ে নয় বরং সাধারণ মুসলমান দিয়ে তার জানাযা পড়াতে হবে। কিন্তু জানাযা ব্যতীত দাফন করা জায়েয হবে না। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফাতওয়ার কিতাবে রয়েছে-

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ – رَحِمَهُمَا اللهُ – وَهُوَ الْأَصَحُّ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

-"ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, আত্মহত্যাকারীর উপর জানাযা পড়বে এবং ইহাই বিশুদ্ধ মত। এমনটি তাবেঈন কিতাবে আছে।"[৫২]

ক. ১৪. ঃ শিশুর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা প্রসঙ্গ ঃ

অনেকে শিশুর জানাযার নামায পড়তে চায় না তাই এ বিষয়ে একটি হাদিসে পাক উল্লেখ করলাম। ইমাম তিরমিযি (রহ.) বলেন-

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

-"হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, জন্মের পরে চিৎকার না করলে শিশুর জন্য সালাতুল জানাযা আদায় করা হবে না, সে কারো উত্তরাধিকারী হবে না এবং কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে না।"[৫৩]

---

৫১ .আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ৮/৪২৯পৃ. হাদিস নং ৪৮১২, সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস নং ১৫৫০, আলবানী এ গ্রন্থের তাহক্বীকে সনদ সহিহ বলে তাহকীক করেছেন। ইমাম ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ৭/৩৭৫পৃ. হাদিস নং ৩১০৯, মুয়াস্সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৮হি., ইমাম হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫০২পৃ. হাদিস নং ১৩৫৩, তিনি বলেন সনদটি বুখারী ও মসলিমের শর্তনুযায়ী সহিহ।

৫২.নিযামুদ্দীন বলখী, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৬৩পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৩১০হি.

ক. ১৫ ঃ একাধিকবার জানাযার নামায বৈধ নয় ঃ

জানাযার নামায একবারই পড়া হয়। বারংবার পড়ার কোন বিধান নেই। একাধিকবার জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। এটি হানাফী ও মালিকী ইমামগণের অভিমত।[৫৪] এ বিষয়ে আরও অনেক হাদিসে পাক উল্লেখ করা যেতে পারে। ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) একটি হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ-

-"(১) বিশিষ্ট তা'বেয়ী না'ফে (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) তিনি যদি কোনো জানাযায় উপস্থিত হয়ে দেখতেন যে, সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়ে গেছে, তাহলে তিনি (আদায় কৃত জানাযার) **পর দোয়া করে ফিরে আসতেন**, পুনরায় সালাত (জানাযা) আদায় করতেন না।"[৫৫] মুফতী আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন এ হাদিসের সনদটি সহিহ।"[৫৬] **বিখ্যাত ইমাম কাসানী (রহ.) হাদিস সংকলন করেন-**

رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ–

-"বর্ণিত হয়েছে একবার রাসূল (ﷺ) একটা যানাযার নামায শেষ করলেন। এরপর হযরত ওমর (ﷺ) উপস্থিত হলেন, তার সাথে কিছু লোকও ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার যানাযা পড়তে চাইলেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন যানাযার নামায দ্বিতীয় বার পড়া যায় না। **তবে তুমি মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করতে পার** এবং তার জন্য

---

৫৩ . সুনানে তিরমিযি, ২/৩৪২পৃ. হাদিস নং ১০৩২, ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৭৪পৃ.

৫৪ .সারাখসী, শারহুস সিয়ারিল কাবীর, ১/১৮পৃ.

৫৫. ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ : ৩/৫১৯ পৃ. হাদিস, ৬৫৪৫, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার, ১/৪০০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

৫৬. মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার :- ১/৪০০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

ক্ষমা প্রার্থনা করো।"[৫৭] হানাফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ফাতোয়ায়ে আলমগীরীতে' রয়েছে-

وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالنَّفْلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ،

-"জানাযার নামায কেবল একবারই পড়া যাবে। নাফল জানাযার নামায বিধিসম্মত নয়। যেমনটি ঈযাহ গ্রন্থে রয়েছে।"[৫৮] ইমাম কাসানী (রহ.) উল্লেখ করেন-

وَلِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ سَقَطَ بِالْفِعْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِكَوْنِهَا فَرْضَ كِفَايَةٍ، وَلِهَذَا إِنْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ لَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ ثَانِيًا لَا يَأْثَمُ وَإِذَا سَقَطَ الْفَرْضُ، فَلَوْ صَلَّى ثَانِيًا كَانَ نَفْلًا. وَالنَّفْلُ بِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ

-"জানাযার নামাযের ফারযিয়্যাত একবার পড়লে আদায় হয়ে যায়। কেননা তা ফারযে কিফায়া। অতএব যে ব্যক্তি নামায পড়েনি, সে যদি দ্বিতীয় দফায় নামায পড়া ছেড়ে দেয়, তা হলে সে গুনাহগার হবে না। অধিকন্তু এর ফারযিয়্যাতও বাকী থাকে না। যদি সে দ্বিতীয়বার নামায পড়ে তা হবে নাফল। **অথচ জানাযার নামাযে নাফলের কোনো বিধান নেই।**"[৫৯]

৫৭. আল্লামা ইমাম কাসানী : বাদাঈ সানায়ে, ১/৩১১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৬ হি.।

৫৮. নিযামুদ্দীন বলখী, আল-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১/১৬৩পৃ. প্রাগুক্ত.

৫৯. আল্লামা ইমাম কাসানী : বাদাঈ সানায়ে, ১/৩১১পৃ.।

দ্বিতীয় অধ্যায়
খ. 'জানাযা' কি নামায নাকি দোয়া প্রসঙ্গ

খ. ১ ঃ আমাদের সমাজে জানাযাকে দোয়া বলে বিভ্রান্ত করছেন যারা

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর আলেম নামের কলঙ্ক রয়েছেন, যারা জানাযার নামাযের পর দোয়ার কথা শুনলে গা জ্বলে উঠে। জানিনা তার কারণ কী; তবে একটি কারণ আমি তাদের অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি সেটি হল আমাদের এই মুফতি, গুরু নিষেধ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

জানাযার নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত আবহমান কাল ধরে চলে আসা একটি উত্তম আমল। এটি কুরআন হাদিস সমর্থিত উত্তম আমল হওয়া সত্ত্বেও একশ্রেণির লোকদের বিরোধিতা করতে দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে থাকেন। এমনকি জানাযা পরিমণ। ডলে ঝগড়া-বিবাদ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফলে সাধারণ মুসল্লিরা পড়ে যায় বিভ্রান্তির বেড়াজালে। অধিকাংশ লোকের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট বিধায় প্রতিবাদ করতেও ভয় পায়। তাই হাদিসের আলোকে উক্ত বিষয়ে পাঠক সমীপে কিছু দলীল উপস্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করলাম। আশা করি বিরুদ্ধবাদীরাও সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে যাবেন। আমি এ বিষয়টির সপক্ষে কিতাব আমার এক বন্ধুর পরামর্শে লিখেছি।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তার "ইহইয়াউস সুনান" গ্রন্থের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় (যা আস্-সুন্নাহ পাবলিকেন্স, ঝিনাঈদাহ হতে প্রকাশিত) বলেন, **"জানাযার নামাযের পর দোয়ার ব্যাপারে সহিহ, দ্বঈফ ও মওদ্বু কোন সনদেও এ ধরনের হাদিস বর্ণিত হয়নি।"** সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এটি তার কত বড় গাজাখোরী কথা আপনারা নিম্নের আমার এ পুস্তকের অসংখ্য হাদিসে উল্লেখ করলেই বুঝতে পারবেন।

অপরদিকে চট্টগ্রামের মেখল মাদরাসার মুহতামিম মুফতী ইব্রাহীম খাঁন তার নিকৃষ্ট গ্রন্থ "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার" বইয়ের ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখেন, **"জানাযার নামাযের পর দোয়া করা মাকরূহে তাহরীমী এবং দোয়া করলে নাকি কবীরা গুনাহ হবে।"** (নাউযুবিল্লাহ! ছুম্মা নাউযুবিল্লাহ) শুধু তাই নয়, তিনি আরো লিখেছেন, **"এ প্রচলিত মোনাজাত হুযুর (ﷺ) এর যমানায় এবং সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনদের যমানায় ছিল না।"** নাউযুবিল্লাহ!

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! তাদের যমানায় ছিল কি ছিল না সামনে অসংখ্য হাদিসে পাক উল্লেখ করা হবে তা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

ভয়ংকর ফিতনাবাজ নামধারী আলেম ও ডক্টর আহমদ আলী তার লিখিত বিদআত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখেন-"এ কাজের কোন শার'ঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (দ.), সাহাবা কিরাম ও তাবি'উনের যুগে এ রীতি প্রচলিত ছিল না। এটি নিছক সালাফ-পরবর্তী বিদ'আতপ্রবণ লোকদের নতুন উদ্ভাবন।" নাউযুবিল্লাহ ! আমি সবচেয়ে আশ্চর্যিত হয়েছে যে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিষয়ে এত হাদিস থাকতে তিনি ডক্টর লগব লাগিয়ে তিনি এ কথা কিভাবে বলতে পারলেন। এ জঘণ্য লোকটি তার এ পুস্তকে একই পৃষ্ঠায় আরও লিখেন-"মূলত জানাযার নামাযই হলো মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে মাগফিরাত কামনার জন্য দু'আ-প্রার্থনা। জানাযার নামাযে তার জন্য দু'আ-মুনাজাত শেষ করে আবার সাথে সাথে দু'আ-মুনাজাত করার মধ্যে কী হিকমাত থাকতে পারে!

তাই এ সমস্ত জাহিলদের জবাবে আমি অধম কিছু সহিহ উল্লেখযোগ্য হাদিস উল্লেখ করতে চাই। এ ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কিরাম অনেক বই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা এ বিষয়ে মাত্র অল্প কিছু হাদিসই উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রধান আপত্তি জানাযা নামায নয় জানাযাই দোয়া এবং আরও বিভিন্ন আপত্তিগুলোর পরিপূর্ণ নিষ্পত্তি করেননি। তাই সে কারণে আমি অনেক চেষ্টা করে অনেক হাদিস পাক এ বিষয়ে উল্লেখ করলাম এবং তাদের বিভিন্ন আপত্তির খণ্ডন করে দিয়েছি যাতে করে পাঠকবৃন্দ উপকারিতা লাভ করতে পারেন।

খ. ২ঃ জানাযা নামায না দোয়া এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন কী বলে?

এখন আমরা পৃথিবীর কোনো মৌলভীর কথা না শুনে মহান রব তা'য়ালা এ বিষয়ে কী বলেছেন তা দেখবো।

ক. রাসূল (ﷺ) মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়তে গেলে[৬০] নিষেধ করতে গিয়ে মহান রব তা'য়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

-"আপনি কখনও তাদের (মুনাফিক) কারোর উপর (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরের নিকট (জিয়ারতের) জন্য দাঁড়াবেন না।" (সুরা তাওবাহ, আয়াত নং -৮৪)

৬০. শানে নূযুল দেখুন সহিহ বুখারী, ২/৭৬পৃ. হাদিস নং ১২৬৯, হাদিসটি হযরত ইবনে উমর (রা.) এর সূত্রে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ আয়াতে কারীমায় দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে (ক) মহান রব তা'য়ালা সরাসরি জানাযাকে দোয়া না বলে নামায বলেছেন; কিন্তু আমার দেশের এক শ্রেণীর কাঠ মোল্লা আছেন যারা একটুও চিন্তা করেন না যে তাদের এ ফাতওয়া স্বয়ং আল্লাহর বিরুদ্ধে যাচ্ছে!!। (খ) দ্বিতীয়ত আয়াত থেকে মুনাফিক ছাড়া সকলের কবর জিয়ারতের আদেশ পাওয়া যাচ্ছে। আফসোস আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর যুবক রয়েছে যারা কবর বা মাজার জিয়ারতের কথা শুনলেই কবর পূজা ছাড়া আর কিছুই বলেন না। কিন্তু তারা একটুও ভাবেন না মহান রব কি আমাদের রাসূল (ﷺ) কে পূজা করার আদেশ করেছেন?

খ. মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের আরেক স্থানে বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

-"ওহে মাহবুব! তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন এবং তাদের মঙ্গলের জন্য সালাত (জানাযা) পড়ুন। নিশ্চয়ই আপনার সালাত তাদের অন্তরসমূহের শান্তি এবং আল্লাহ শ্রোতা ও জ্ঞাতা।"(সুরা তাওবাহ, আয়াত নং. ১০৩)

খ. ৩ঃ 'জানাযা' নামায না দোয়া এ বিষয়ে প্রিয় নবির হাদিস কী বলে?

রাসূল (ﷺ) জানাযাকে সর্বস্থানে যে নামায বলেছেন এ ধরনের হাদিসের সংখ্যা গণনার বাহিরে। আহলে হাদিসরা যেহেতু কোন বিষয়ে কথা বললেই একটি স্লোগান তাদের মুখে প্রতিনিয়তই শুনা যায় যে বুখারী মুসলিমে আছে কি না? তাই সহিহ বুখারী মুসলিম থেকেই প্রথমে আপনাদের সামনে প্রমাণ পেশ করছি।

১.ইমাম বুখারী জানাযা যে নামায সে জন্য তিনি একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন-

باب سنة الصلاة على الجنازة

-"জানাযার নামাযের সুন্নাতের পরিচ্ছেদ।"[৬১] জানাযা যে নামায তা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত ও কয়েকটি হাদিসে পাক উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন।

২. যেমন নবিজী বলেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ

-"যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ল।"[৬২] ইমাম বুখারী (রহ.) হাদিসটি তালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৬১. ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.
৬২. ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

৩. এ শব্দে সনদসহ হাদিসটি ইমাম বগভী (রহ.) তার শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।[৬৩]

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) জানাযা নামায প্রসঙ্গে আবিশীনীয়ার বাদশা নাজ্জাশী (রাঃ)-এর হাদিসে পাক উল্লেখ করেন; যেখানে নবিজী (ﷺ) বলেছেন-

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

-"তোমরা তোমাদের সাথীর উপর জানাযার নামায পড়।"[৬৪]

৫.ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদিসটি একাধিক স্থানে সংকলন করেছেন। যেমন-হযরত সালমা বিন আকওয়া (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণিত।[৬৫]

৬.তিনি এ হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।[৬৬]

৭.ইমাম বুখারী (রহ.) ও মুসলিম (রহ.) তাবেয়ী আবি সালমা (রহ.)-এর মাধ্যমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে আরেকটি সূত্র বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

৮.হযরত কাতাদা (রহ.) তার পিতার সূত্রে রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে নবীজি এক সাহাবীর জানাযা প্রসঙ্গে বলেছিলেন-

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

-"তোমরা তোমাদের সাথীর উপর জানাযার নামায পড়।"[৬৮] আলবানী ইবনে মাজাহ এর তাহকীকে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।[৬৯]

৯.অনুরূপ শব্দে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে আরেকটি সূত্র বর্ণিত আছে।[৭০]

১০.ইমাম বুখারী (রহ.) জানাযা নামায প্রসঙ্গে আবিশীনীয়ার বাদশা নাজ্জাশী (রাঃ)-এর হাদিসে পাক উল্লেখ করেন; যেখানে নবীজি (ﷺ) বলেছেন-

صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ

-"তোমরা হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর উপর জানাযার নামায পড়।"[৭১]

---

৬৩ . বগভী, শরহে সুন্নাহ, ৫/৩৫২পৃষ্ঠা, হাদিস নং ১৪৯৩ যা মাকতুবাতুল ইসলামী, দামেস্ক, বয়রুত, দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৪০৩ হি. হতে প্রকাশিত, তিনি হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে সংকলন করেছেন।

৬৪ . ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ. ও ২২৮৯

৬৫ . ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ৩/৯৪পৃ. হাদিস নং ২২৮৯, ৩/৯৬পৃ. হাদিস নং ২২৯৫,

৬৬ . ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ৩/৯৭পৃ. হাদিস নং ২২৯৮

৬৭ . ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ৭/৬৭পৃ. হাদিস নং ৫৩৭১, মুসলিম, আস-সহিহ, ৩/১২৩৭পৃ. হাদিস নং ১৬১৯

৬৮ . ইমাম ইবনে মাযাহ, আস্-সুনান, ২/৮০৪পৃ. হাদিস নং ২৪০৭

৬৯ . আলবানী, সহিহুল সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদিস নং ২৪০৭, তিনি বলেন সনদটি সহিহ।

৭০ . আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ৩/৩৫পৃ. হাদিস নং ১১৮৭২

১১.প্রসিদ্ধ হাদিস হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ

-"যে ব্যক্তি জানাযার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত হল তার জন্য রয়েছে এক কির'আত সাওয়াব।"[৭২] এ হাদিসেও নবিজী স্বয়ং জানাযাকে নামায বলেছেন।

খ. ৪ ঃ ইমাম বুখারী ও মুসলিম কী বলেন?

ইমাম বুখারী (রহ.) জানাযা যে নামায সে জন্য তিনি একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন-

باب سنة الصلاة على الجنازة

-"জানাযার নামাযের সুন্নাতের পরিচ্ছেদ।"[৭৩] তারপর এর সমর্থনে অনেকগুলো হাদিসে পাক সংকলন করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন-

سَمَّاهَا صَلاَةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.

-"জানাযাকে নামায নামকরণ করা হয়েছে, যদিও বা জানাযাতে রুকু, সিজদা নেই। অর্থাৎ হযরত রাসূল (ﷺ) উহার উপর সালাত শব্দ ব্যবহার করে সাব্যস্ত করলেন, ইহা জানাযার নামায। তিনি আরও বলেন, জানাযার নামাযে কথা বলা যাবে না। আর এটি নামায হওয়ার আরও কারণ হল এটিতে তাকবীর ও সালাম আছে।"[৭৪]

ইমাম মুসলিম (রহ.) তার "সহিহ" গ্রন্থে জানাযাকে সালাত শব্দসহ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ

-"নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, কোন মৃতের জন্য যদি একদল মানুষ সালাত আদায় করে, তাঁদের সংখ্যা যদি ১০০ পর্যন্ত পৌছায় এবং তারা যদি সকলেই তার জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করে, তাহলে তার বিষয়ে তাঁদের সুপারিশ কবুল করা হবে।"[৭৫]

---

৭১ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

৭২ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ. হাদিস নং ১৩২৫, মুসলিম, আস্-সহিহ, ২/৬৫২পৃ. হাদিস নং.৯৪৫, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনাদ, ১৫/১১৪পৃ. হাদিস নং ৯২০৮, নাসাঈ, আস্-সুনানিল কোবরা, ২১৩৩, ইবনে হিব্বান, আস-সহিহ, ৭/৩৪৭পৃ. হাদিস নং ৩০৭৮

৭৩ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

৭৪ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

৭৫ .ইমাম মুসলিম, আস্-সহিহ, ২/৬৫৪পৃ. হাদিস নং ৯৪৭, ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানুল সগীর, ২/৩১পৃ. হাদিস নং ১১৩২

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এ হাদিসেও ইমাম মুসলিম জানাযাকে সালাত শব্দ যোগে হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ শব্দে ইমাম বায়হাকী (রহ.)ও সাহাবী হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে আরেকটি সূত্র সংকলন করেছেন।[৭৬]

খ. ৫ ঃ যে কারণে জানাযাকে কখনই দোয়া বলা যাবে না ঃ

দোয়া আর নামাযের নিয়ম, শর্ত কোন দিক থেকেই এক নয়; তাই দোয়া আর নামাযের কি প্রার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হলো।

খ. ৬ ঃ অন্যান্য নামাযে যা শর্ত জানাযাতেও তা শর্ত ঃ-

রুকু সিজদা ছাড়া জানাযার অন্যান্য নামাযে যা শর্ত জানাযাতেও তা শর্ত রয়েছে। তাই দোয়ার মধ্যে এ ধরনের কোন শর্ত নেই।

খ. ৭ ঃ নামাযের ন্যায় জানাযাও নিষিদ্ধ ও মাকরুহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না ঃ

নিষিদ্ধ ওয়াক্তে যেমন কোন নামায পড়তে পারবে না; তেমনিভাবে জানাযা যেহেতু নামায সেহেতু তাও পড়া যাবে না। এ মাস'য়ালার সপক্ষে ইমাম বুখারী (রহ.) দলিল হিসেবে উল্লেখ-

وكان ابن عمر: لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عندَ طلوعِ الشمسِ، ولا غُرُوبِها، ويرفع يديه

-"হযরত ইবনে উমর (রা.) ওজু না করে জানাযার নামায আদায় করতেন না। সূর্য উদয়কালে ও অস্তকালে তিনি জানাযার নামায পড়তেন না। আর জানাযায় হাত উত্তোলন করতেন।"[৭৭]

খ. ৮ ঃ অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযাও ওজু ছাড়া পড়া যাবে না ঃ

জানাযার নামায ওজু ছাড়া পড়া যাবে না; কিন্তু দোয়া করার জন্য ওজু বা পবিত্রতা শর্ত নয়। তবে ওজু করতে গেলে জানাযা নামায হারানোর ভয় থাকলে তায়াম্মুম করতে হবে তা ব্যতীত জানাযা আদায় হবে না। উদাহারণ দেখুন ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন-

عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ

-"বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে রাবাহ (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি তুমি ওযুবিহীন অবস্থায় থাক এবং আশঙ্কা কর যে, (ওযু করতে গেলে) জানাযার সালাত ধরতে পারবে না, তাহলে তুমি তায়াম্মুম করে

৭৬ . ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানুল সগীর, ২/৩১পৃ. হাদিস নং. ১১৩৩
৭৭ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

জানাযার সালাত আদায় করবে।"[৭৮] এ সনদটি সহিহ।[৭৯] এ হাদিসটি উক্ত সাহাবীর সূত্রে মারফূ আরেকটি বর্ণনা ইমাম আদি (রহ.) সংকলন করেছেন এভাবে-

عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: إِذَا فَجَأَتْكَ الْجَنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غير وضوء فتيمم

-"কেউ যদি জানাযাতে যায় সে যদি ওজু ছাড়া থাকে অতঃপর তখন সে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।"[৮০] ইমাম বুখারী (রহ.) আরেকটি হাদিস সংকলন করেছেন-

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ طَاهِرًا

-"হযরত ইবনে উমর (রা.) ওজু না করে জানাযার নামায আদায় করতেন না।"[৮১] ইমাম আবি শায়বাহ (রহ.) বর্ণনা করেন যে তাবেয়ী হযরত আতা (রহ.) বলেছেন-

إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ

-"তুমি যদি আশঙ্কা কর যে, (ওযু করতে গেলে) জানাযার সালাত ধরতে পারবে না তাহলে তুমি তায়াম্মুম করে জানাযার সালাত আদায় করবে।"[৮২] ইমাম বুখারী (রহ.) আরেকটি হাদিসে পাক উল্লেখ করেন-

وإذا أَحدثَ يومَ العيدِ أو عندَ الجنازةِ يَطلُبُ الماءَ، ولا يتيمَّمُ

-"তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রহ.) যদি ঈদের নামাযের দিন অথবা জানাযা দেওয়াকালে ওজু ভঙ্গ হয়ে যেতো, তখন তিনি তায়াম্মুম না করে পানি তালাশ করে ওজু করে নামায পড়তেন।"[৮৩]

ইমাম তাহাভী (রহ.) হাদিস সংকলন করেন-

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ , وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ: «يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»

-"তাবে-তাবেয়ী হযরত মুগীরা ইবনে যিয়াদ (রহ.) তিনি হযরত আতা (রহ.) হতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন যে কোন ব্যক্তি যদি জানাযার নামাযে গিয়ে ওজু ছাড়া উপস্থিত হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করবে তারপর

৭৮ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৭পৃ. হাদিস নং.১১৪৬৭, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার, ১/১০০পৃ. হাদিস ঃ ২১২, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত।
৭৯ . মুফতি আমিমুল ইহসান, ১/১০০পৃ. হাদিস ঃ ২১২, ই. ফা. বা।
৮০ . ইমাম আদি, আল-কামিল, ৮/৫৩১পৃ. হাদিস নং ঃ ২০৯৩, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৮হিজরী।
৮১ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.
৮২ .ইমাম আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ, ২/৪৯৮পৃ. হাদিস নং ঃ ১১৪৭১
৮৩ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

জানাযার নামায আদায় করবে।"[৮৪] ইমাম তাহাবী (রহ.) উল্লেখ করেন, ইমাম হাসান বসরী, ইমাম যুহুরী, লাইস, হাকাম ও ইবরাহিম নাখঈ (রহ.)-এর আমল ও মত বর্ণনা করেন।[৮৫]

খ. ৯ ঃ অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামাযেও নিয়ত করতে হবে ঃ
অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামাযেও নিয়ত করা শর্ত। বিখ্যাত হানাফী ফাতওয়ার কিতাব "ফাতোয়ায় সিরাজীয়া" এর ২২ পৃষ্ঠায় আছে-

نية صلاة الجنازة- ان يقول اللهم انى نويت ان اصلى لك وادعوا لهذا الميت-

-"জানাযার নামাযের নিয়্যাত যথা-মুছল্লী এভাবে নিয়ত করবে। ওহে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই নিয়ত করছি যে, তোমারই জন্য নামায পড়বো এবং এ মৃত ব্যক্তিকে দোয়া করবো। অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে সালাত বা নামায শব্দ উল্লেখ করতে হবে।" ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রহ.) বলেন-

وفي اشتراط نية فرض الصلاة ونية استقبال القبلة

-"কিবলামুখী হয়ে প্রত্যেক ফরয নামাযে নিয়ত করা শর্ত।"[৮৬]

খ. ১০. অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার স্থান পবিত্র হতে হবে ঃ
ইমাম তাহতাবী (রহ.) জানাযার নামাযের শর্তের মধ্যে উল্লেখ করেন-

الثاني "طهارته" وطهارة مكانه لأنه كالإمام

-"দ্বিতীয় শর্ত হল জানাযার স্থান পবিত্র হওয়া। কেননা, সে আল্লাহর প্রতিনিধির ন্যায়।"[৮৭] ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) তার ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَكَانِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً

-"(ইমাম আযম থেকে) এক বর্ণনায় রয়েছে জানাযার নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া শর্ত।"[৮৮]

---

৮৪ .ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৮৬পৃ. হাদিস নং ৫৪৯, আ'লামুল তৈয়্যব, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৪হি.

৮৫ . ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৮৬পৃ. হাদিস নং ৫৫০ এবং ৫৫৫ নং এ হযরত হাসান বসরীর বক্তব্য, আর হাদিস নং ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩ এ তাবেয়ী ইবরাহিম নাখঈ (রহ.) এর বক্তব্য, আর হাদিস নং ৫৫৪ এ হযরত আতা (রহ.) এর বক্তব্য, ৫৫৬ নং হাদিসে হযরত লাইস (রহ.) এর বক্তব্য, হাদিস নং ৫৫৭ এ হযরত হাকাম (রহ.) এর বক্তব্য সংকলন করেন, যা আ'লামুল তৈয়্যব, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৪হি. আরও দেখুন মুফতি আমিমুল ইহসান, ১/১০০পৃ. হাদিস ঃ ২১২, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

৮৬ .আইনী, বেনায়া শরহে হেদায়া, ২/১৪১পৃ.দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০হি.

৮৭ .তাহতাবী, হাশীয়ায়ে তাহতাবী আ'লা মারাকিল ফালাহ, ১/৫৮১পৃ. প্রাগুক্ত.

খ. ১১ ঃ অন্যান্য নামাযের ন্যায় জানাযার নামাযেও ইমাম ও কাতার আছে :
এ নামাযেও ইমাম কাতার করার এবং কাতার সোজা করার গুরুত্ব রয়েছে। জানাযাতে অনুরুপ হয়ে থাকে তা সকলেই দেখে থাকেন। ইমাম বুখারী (রহ.) জানাযা নামায প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

وفيه صفوفٌ وإمامٌ.

-"ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, জানাযার নামাযে অন্যান্য নামাযের ন্যায় কাতার ও ইমাম আছে।"[৮৯] তাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন এটি নামায এ বিষয়ে একটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন-

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَوْجَبَ

-"হযরত মালেক ইবনে হুবায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, যদি কোন মুসলিম মৃত্যুবরণ করে, <u>অতঃপর তিন সারি বা কাতার</u> মুসলিম তার জন্য সালাত আদায় করে, তাহলে তার প্রাপ্য হয়ে যাবে (জান্নাত ও পুরস্কার)।"[৯০]

খ. ১২ ঃ জানাযার নামাযেও তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করতে হবে ঃ
অন্যান্য নামাযে যেমন দু হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযে প্রবেশ করা যায় না তেমনিভাবে এ নামাযেও অনুরূপ। ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন-

وقالَ أَنسٌ رضي الله عنه: تكبيرةُ الواحدةِ استفتاحُ الصلاةِ.

-"হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, জানাযার <u>প্রথম তাকবীর</u> ফরজ নামাযের তাকবীরের ন্যায়।"[৯১] ইমাম আফেন্দী (রহ.) বলেন-

وَلَهُمَا أَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ كَرَكْعَةٍ فِي غَيْرِهَا وَالْمَسْبُوقُ بِرَكْعَةٍ لَا يَبْتَدِئُ بِهَا ....وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ فَعِنْدَهُمَا لَا يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَقَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ وَعِنْدَهُ يَدْخُلُ كَمَا فِي الشُّمُنِّيِّ.

-"ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেছেন, <u>জানাযার নামাযের প্রতিটি তাকবীর অন্য নামাযের এক রাক'আত সমতুল্য অর্থাৎ চার রাক'আত নামায।</u> সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে এক তাকবীর সামনে বাকী থাকা কালে পেয়ে যায়, ইমামদ্বয়ের মতে সে জানাযার নামাযে শরীক হবে

---

৮৮ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ১/৬৪৫পৃ. প্রাগুক্ত.

৮৯ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

৯০ .সুনানে আবু দাউদ, ৩/২০২পৃ. হাদিস নং ৩১৬৬, হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক, ১/৫৩৪পৃ. হাদিস নং ১৩৯৮, তিনি বলেন সনদটি সহিহ।

৯১ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.

না।.....ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন সে নামাযে ইমামের ইক্তেদা করবে। এ মতবিরোধের ফলাফল হলো যে, যে ব্যক্তি ইমামকে জানাযার নামাযের চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম দেয়ার আগে পাবে। সে ইমামদ্বয়ের মতে ইমামের সাথে শরীক হবে না। কেননা, তার নামায ফউত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সে তাকবীর বলে নামাযে শরীক হবে।"[৯২]

খ. ১৩ ঃ জানাযার নামাযেও তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন এবং তা বাঁধতে হবে ঃ

অন্যান্য সকল নামাযে যেমন তাকবীরে তাহরীমাতে হাত উত্তোলন এবং পরে হাত বাঁধতে হয় তেমনিভাবে এ নামাযেও তদ্রুপ করতে হবে; যা সচরাচর সকলেই করে থাকেন; কিন্তু দোয়াতে অনুরুপ কখনই হয়না। এ মাস'আলার সপক্ষে ইমাম বুখারী (রহ.) দলিল হিসেবে উল্লেখ-

وكان ابن عمر..... ويرفع يديه

-"হযরত ইবনে উমর (রা.) <u>আর জানাযায় ..... উত্তোলন করতেন</u>।"[৯৩]

খ. ১৪ ঃ জানাযার নামাযেও কিবলামুখী হয়ে আদায় করতে হবে ঃ

সকল নামাযের ন্যায় জানাযাতেও কিবলামুখী হতে হবে। ইমাম বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী হানাফী (রহ.) বলেন-

وَلَا تجوز بِغَيْر اسْتِقْبَال الْقبْلَة.

-"কিবলামুখী হওয়া ছাড়া জানাযার নামায হবে না।"[৯৪]

খ. ১৫ ঃ অন্যান্য নামাযেও দোয়া পড়তে হয়, তাই বলে কি তাকে দোয়া বলা যাবে?

আমরা সকল নামাযেই দোয়ায়ে মাছুরা এবং বিতরে কুনূত পড়ি; তাই বলে কি তার কারণে নামাযকে দোয়া বলি? কখনই না। তাই জানাযার নামাযে দোয়া থাকলেও তা নামায।

খ. ১৬ ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযাকে হেয় করে দোয়া মনে করলে তার হুকুম ঃ

জানাযার নামাযকে হেয় করে দোয়া বা অন্য কিছু বললে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। ইমাম আফেন্দী (ওফাত. ১০৭৮হি.) বলেন-

৯২ . আফেন্দী, মাজমাহুল আনহুর, ১/১৮৪পৃ. প্রাগুক্ত.
৯৩ .ইমাম বুখারী, আস-সহিহ, ২/৮৭পৃ.
৯৪ . আইনী, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহিহুল বুখারী, ৮/১২২পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত-তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৩হি.

وَقَدْ صَرَّحَ الْبَعْضُ بِكُفْرِ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضِيَّتَهَا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ

-"যে ব্যক্তি জানাযার নামাযের ফরয হওয়াকে ইনকার বা হেয় করবে একদল ইমামের মতে, সে কাফির। কেননা, সে ইজমাকে অস্বীকার করলো।"[৯৫] ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন-

فَيَكْفُرُ مُنْكِرُهَا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ قُنْيَةٌ

-"যে ব্যক্তি জানাযার নামাযকে অস্বীকার করবে সে কাফির। কেননা সে ইজমাকে অস্বীকার করলো। ইহা কুনিয়া কিতাবে রয়েছে।"[৯৬] ইমাম তাহতাবী হানাফী (ওফাত.১২৩১হি.)ও তাঁর কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেন-

فيكفر منكرها لإنكاره الإجماع كذا في البدائع والقنية

-"যে ব্যক্তি জানাযার নামায ইনকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা তা ইজমাকে ইনকার করা হয়, যা বাদায়ে ও কুনিয়া কিতাবে রয়েছে।"[৯৭] ইমাম আলাউদ্দিন হাসকাফী হানাফী (১০৮৮হি.) বলেন-

فيكفر منكرها لانه أنكر الاجماع.

-"যে জানাযার নামায হওয়াকে ইনকার করবে সে কাফির, কেননা সে ইজমাকে ইনকার করেছে।"[৯৮] তাই বুঝতে পারলাম যে জানাযা কোন দোয়া নয়, আর যদি দোয়াই হতো তাহলে তাকে অস্বীকার করা কুফুরী হতো না। তাই দোয়া যারা বলেছেন কোন কাতারের পাঠকবর্গ চিন্তা করুন।

খ. ১৭ ঃ বিভিন্ন মুহাদ্দিস, ফকিহ, মুফাসসিরগণ কী বলে? ঃ

সমস্ত মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং মুফাস্সিরগণ সকলেই জানাযাকে 'সলাতুল জানাযা' বলেছেন; কেউ দোয়াই জানাযা বলেননি। আমরা যে জানাযার নামাযের নিয়ত করে থাকি তাতেও কিন্তু 'সলাতিল জানাযাতি' বলি দোয়ায়ি জানাযা বলি না। বিরোধীদের কে বলছি আপনারা আর কতকাল মানুষদেরকে ধোঁকা দিবেন?

৯৫ .ইমাম আফেন্দী, মাজমাউল আনহুর, ১/১৮২পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
৯৬ .ইমাম ইবনে আবেদীন শামী, রুদ্দুল মুহতার আলা দুররুল মুখতার, ২/২০৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪১২হি.।
৯৭ .ইবনে তাহতাবী, হাশীয়াতুল তাহতাবী আ'লা মারাকিল ফালাহ ফি শরহে নুরুল ঈযাহ, ১/৫৮০পৃ. দারুল কিতাব ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৪১৮হি.।
৯৮ . হাসকাফী, দুররুল মুখতার শরহে তানবিরুল আবসার, ১/১১৯পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, প্রকাশ. ১৪২৩ হি.

তৃতীয় অধ্যায়

হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার প্রমাণ

ক. জানাযার নামাযের পর দোয়া করা রাসূলের আদেশ ঃ

দলীল নং- ১-৩৪

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ-

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান : যখন মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়ে ফেলবে অত:পর তার জন্য খালেস বা নিষ্ঠার সাথে দোয়া কর।"[৯৯]

৯৯ . ইবনে মাযাহ : আস-সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ১/৪৮০ পৃ. : হাদিস : ১৪৯৭, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, আবি দাউদ : আস্-সুনান : কিতাবুল জানায়েজ : ৩/৫৩৮ পৃ. : হাদিস : ৩১৯৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইবনে হিব্বান : আস-সহিহ : ৭/৩৪৬পৃ. হাদিস ঃ ৩০৭৭, সুয়ূতি : জামেউস-সগীর : ১/৫৮ পৃ. : হাদিস : ৭২৯, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : ২/৩১৯ পৃ. : হাদিস : ১৬৭৪, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, আলবানী : সহীহুল মিশকাত : হাদিস : ১৬৭৪ এ তিনি বলেন, হাদিসটি 'হাসান', বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ৪/৪০ পৃ. দারুল মা'রিফ, বয়রুত, ইমাম নববী : রিয়াদুস সালেহীন : ৩১০-৩১১ প. হাদিস : ৯৩৭,ইমাম তাবরানী : কিতাবুদ-দোয়া : ৩৬২ পৃ. হাদিস : ১২০৫-১২০৬, দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৩/৩১৯পৃ. হাদিস ঃ ২২৭৫, ইমাম ইবনে কুদামা : আল-মুগনী : ২/১৮১ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, মোবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াজী : ৪/৯৫ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, ইমাম নববী : আল-মাজমূ : ৫/১৯২ পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, আহলে হাদিস নাওয়াব সিদ্দক হাসান খাঁন ভূপালী : আওনুল বারী : ৩/৩০০ পৃ. মিশর হতে প্রকাশিত, শাওকানী : নায়লুল আউতার : ৪/১০৫ পৃ. দারুল জলীল, বয়রুত, ইমাম মিয্যী : তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ : ১০/৪৭২ পৃ. হাদিস : ১৪৯৯৩, ইমাম নববী : ফতহুর রব্বানী : ৭/২৩৮ পৃ. মিশর হতে প্রকাশিত, মোল্লা আলী ক্বারী : মিরকাত : ৩/২৪৮ পৃ. হাদিস নং-১৬৭৪, শাওকানী : তুহফাতুল মুহতাজ : ১/৫৯৪ পৃ. হাদিস : ৭৮৬, ইমাম তাবারী : গায়াতুল আহকাম : ৩/৫৫৭ পৃ. হাদিস : ৬৮১৬, শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেস দেহলভী : আশিয়াতুল লুমআত : হাদিস : ১৬৭৪, ইবনুল আছির, জামিউল উসূল, ৬/২১৯পৃ. হাদিস : ৪৩১১, নাওয়াবী, খুলাসালাতুল আহকাম, ২/৯৭৮পৃ. হাদিস.১৪৯৯৩, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, বদরুল মুনীর, ৫/২৬৯পৃ. ইবনে হাজার আসকালানী, ইত্তিহাফুল মুহরাহ, ১৪/৭৪৭পৃ. হাদিস ঃ ১৮৬৩৫,ও ১৫/২৮পৃ. হাদিস ঃ ১৮৭৯৬,ও ১৬/১৯০পৃ. হাদিস ঃ ২০৬২৫, আসকালানী, তালখিসুল হবির, ২/২৮৮পৃ. ক্রমিক.৭৬৯,ও ২/২৪৭পৃ. ক্রমিক.৭৭০, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১২২পৃ. হাদিস ঃ ১২৩৯,ও ১৫/৫৮৩পৃ. হাদিস, ৪২২৭৯, সুলাইমান ফাসী, জামিউল ফাওয়াইদ, ১/৪২৮পৃ. হাদিস ঃ ২৫৩৮, আহলে হাদিস আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩/১৭৯পৃ. হাদিস,৭৩২, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, সহিহুল জা'মে, হাদিস ঃ ৬৬৯, তিনি উভয় গ্রন্থে বলেন সনদটি 'হাসান'।

এ হাদিসের সারমর্ম ঃ উক্ত হাদিসে রাসুল পাক (ﷺ) বলেছেন فَأَخْلِصُوا - "অত:পর খালেস বা আন্তরিকভাবে তার জন্য দোয়া কর।" কালিমার প্রথমে فاء বর্ণ তা'কিবাতের (বিলম্ব ব্যতীত অন্যটা শুরু করা) জন্য এসে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ দেওবন্দী আলেম এবং মাজাহেরে হকের লেখক নাওয়াব কুতুবুদ্দীন খান দেওবন্দী এ হাদিসের অনুবাদ লিখেন-

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہ تم پڑ ھو نماز میت پر پس خالص کرو اس کے لیئے دعاء-

-"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (দ.) ইরশাদ ফরমান যে সময় মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়বে **তারপর** মায়্যিতের উপর **খালেসভাবে দোয়া কর।**"[১০০]

১.দরসুল বালাগাত প্রণেতা আল্লামা হাফনী নাসিফ বেগ (رحمه الله) বলেন,

وعطف النسق يكون للاغراض التى تؤديها احرف العطف كالترتيب مع التعقيب فى "الفاء" و مع التراخى فى ثم-

অর্থাৎ- عطف النسق দ্বারা বাক্যের হুকুমকে মুকাইয়্যাদ করা হয় এমন সব উদ্দেশ্য থাকে حرف عطف প্রকাশ করে। যেমন فاء হরফ দ্বারা ترتيب مع التعقيب তথা পরাগমন সহ বিন্যাস (একটি কাজের পর অবিলম্বে অন্যটা করা) এবং ثم হরফ দ্বারা ترتيب مع التراخى তথা বিলম্বসহ ধারাবাহিক বিন্যাস উদ্দেশ্য। (দুরসুল বালাগাত-পৃ.৫৮)

২. কাফিয়া প্রণেতা আল্লামা জামালুদ্দীন ইবনে হাযেব (رحمه الله) বলেন, الاول للجمع قالوا و للجمع مطلقا لا ترتيب فيه و الفاء للترتيب و ثم مثلها بمهلة و حتى مثلها-

অর্থাৎ- অত:পর واو হরফটি ধারাবাহিকতা ব্যতীত সাধারণভাবে একত্রিত করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর فاء হরফটি তরতীব তথা বিরামহীনভাবে ক্রমধারা (অত:পর

১০০ . নাওয়াব কুতুবুদ্দীন, মাজাহেরে হক, ২/১১৮-১১৯পৃ. দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান।

একটা কাজের পর দেরী ব্যতীত অন্যটা) বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ثم ও তার মতে অবকাশ সহ বিরাম যুক্তভাবে ক্রমধারা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. তাছাড়া অনুরূপ "ফা" হুরুফের বর্ণনা সম্পর্কে নুরুল আনোয়ার গ্রন্থে আল্লামা মোল্লা জিওন (রহ.)ও অনুরূপ বলেছেন। (নুরুল আনওয়ার)

৪. আল্লামা সিরাজ উদ্দিন উসমান (রহ.) এর নাহু শাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব হেদায়াতুন নাহুতে উল্লেখ করেন-

والفاء للترتيب بلا مهلة نحو قام زيد فعمرو اذا كان زيد متقدما وعمرو متاخرا بلا مهلة

-" 'ফা' হরফটি বিলম্বহীন পর্যায়ক্রমে অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- قام زيد فعمرو অর্থ যায়েদ দাঁড়ালো, অতঃপর আমর দাঁড়ালো। এ উদাহারণটি যায়েদের দাঁড়ানোর আমরের পূর্বে হবে এবং আমরের দাঁড়ানো বিলম্বহীনভাবে যায়েদের পরে হবে।"[১০১]

৫. বিখ্যাত নাহুবিদ ইমাম আবু মুহাম্মদ বদরুদ্দীন মারাদী আল-মালেকী (ওফাত.৭৪৯হি.) বলেন-

الفاء للترتيب باتصال أي: بلا مهلة, فهي للتعقيب, وهذا مذهب الجمهور

-'ফা' হরফটি বিলম্বহীন পর্যায়ক্রমিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।...এটাই জমহুর নাহুবিদদের অভিমত।"[১০২]

৬. আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ পানীপথি (রহ.) বলেন-

بالفاء الموضوع للتعقيب بلا تراخ

-"(ف) 'ফা' অব্যয়টি কোন সময় না নিয়ে অনতিবিলম্বে কোন কাজের পরে অন্য কাজ সম্পাদন করার অর্থে ব্যবহার হয়।" (তাফসীরে মাযহারী, ৮/১২৮পৃ.)

৭. বিখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ উমাদী আবুস সাউদ (ওফাত. ৯৮২হি.) তার তাফসীরে বলেন-

১০১. হেদায়াতুন্নাহ- ১১৩-১১৪পৃ. কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান, পরিচ্ছেদ : হরফে আতফ
১০২. মারাদী, তাহওজীহুল মাকাসিদ, ২/৯৯৮পৃ. দারুল কিতাব আরাবী, বয়রুত, লেবানন।

والفاء فيه للترتيب -" 'ফা' হরফটি তারতীব অর্থাৎ বিলম্বহীন কাজ সম্পাদ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।"[১০৩] অনুরূপ এ তাফসীরের একাধিক স্থানে বলেছেন।[১০৪]

৮. বিখ্যাত তাফসিরকারক ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) বলেন- فَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ -" (ف) 'ফা' বর্ণটি তারতীবের জন্য আসে।"[১০৫]

৯. সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! বুঝতে পারলাম فَاءَ বর্ণটি আতেফায়ে তা'কীবিয়াহ জন্য ব্যবহৃত হয়, যে ইলমে নাহু শাস্ত্র সম্পর্কে যার সামান্য জ্ঞানও আছে সেও জানে 'ফা' বর্ণটি একটি কাজ শেষ হওয়ার পর বিলম্ব হওয়া ব্যতীত অন্য একটি কাজ শুরু করা বুঝায়।[১০৬] উদাহারণ স্বরূপ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন- (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)- "আর যখন তোমরা আহার কার্য সম্পাদন কর, অতঃপর (তারপর) বাইরে চলে যাও।"[১০৭] তাই এর অর্থ এ নয় যে, আহারকালীন রুটি হাতে নিয়ে চলে যাও। মহান রব তা'য়ালা কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেন-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

-"যখন নামায আদায় করবে অতঃপর তোমরা যমিনে ছড়িয়ে পর।" বুঝা গেল নামাযের মধ্যে কেউ রিযিকের সন্ধানে বের হয় না; তার মানে নামায শেষ হলেই বের হয়। (সুরা জুমু'আ, আয়াত, নং-১০)

তাই বুঝা গেল রাসূল (ﷺ) জানাযার নামাযের পরপরই খালেছভাবে মাইয়্যেতের জন্য দোয়া করার আদেশ করেছেন। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

১০৩. আবুস সাউদ, তাফসীরে আবুস সাউদ, ১/২২৬পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১০৪. আবুস সাউদ, তাফসীরে আবুস সাউদ, ৩/২১০পৃ. , ৫/১৫পৃ. ৭/১৭পৃ. দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১০৫. ইমাম রাজী, তাফসীরে কাবীর, ২৮/১৬২পৃ. ও ২৮/১৮৯পৃ. এবং ২৯/৩৮৬পৃ.দারু ইহ্ইয়াউত তুরাসুল আরাবী, বয়রুত, লেবানন।
১০৬. এ ব্যাপারে আমার লিখিত **"প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন"** গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৯৫-৪৯৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে তা দেখে নেয়ার অনুরোধ রইলো।
১০৭. সূরা আহযাব, আয়াত নং- ৫৩.

قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَيِ: ادْعُوَا لَهُ بِالاعْتِقَادِ وَالإِخْلَاصِ اهـ. ...وَأَغْرَبَ صَاحِبُ الْأَزْهَارِ عَلَى مَا نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ تَخْصِيصِ الْمَيِّتِ بِالدُّعَاءِ،

-"ইমাম ইবনে মালিক (রহ.) বলেছেন, এ হাদিসে (জানাযার পর) মাইয়্যেতের জন্য ই'তিকাদ ও ইখলাসের সহিত দোয়া করতে বলা হয়েছে।....আযহার গ্রন্থকার (রহ.) উক্তি নকল করেছেন যে তিনি বলেছেন ইমাম মীরক (রহ.) বর্ণিত হাদিসে প্রমাণিত মাইয়্যেতের জন্য খাছ দোয়া করা ওয়াজিব।"[১০৮] তাই আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম আর যারা রাসূল (ﷺ) এর আদেশের বিপরীতে কথা বলে তাদের ঈমানে ত্রুটি রয়েছে।

এ হাদিসটির সনদ পর্যালোচনা ঃ উক্ত হাদিসটি আহলে হাদিসদের তথাকথিত ইমাম আলবানী তার, **সহীহুল মিশকাত এ উক্ত হাদিসটিকে "হাসান" বলেছেন।**[১০৯] এমনকি ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতি তার জামেউস সগীরে 'হাসান' বলেছেন, ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহিহ' গ্রন্থে সহিহ'র তালিকায় রেখেছেন। এ হাদিসের সনদটি সহিহ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যদিও আহলে হাদিস আলবানী ভুয়া তাহক্বীক করে 'হাসান' বলেছেন। আলবানী সনদে 'মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসীর' রাবির কারণে সনদটি 'হাসান' বলেছেন। আমি বলবো তাঁর মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। তাঁর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন- وثقة غير احد الائمة الاعلام واحد -"তিনি তৎকালীন বিখ্যাত লোকদের একজন অন্যতম ইমাম।[১১০] ইমাম দারেকুতনী বলেন-তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন 'তার হাদিস সুন্দর। ইবনে মুঈন বলেন তিনি সিকাহ,আলী বিন মাদনী বলেন 'তার হাদিস আমার নিকট সহিহ', ইমাম শা'বী বলেন 'তিনি সত্যবাদী ছিলেন।'[১১১] আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) এ সনদ সম্পর্কে বলেন- قَالَ مِيرَكُ: وَسَكَتَ عَلَيْهِ. -"ইমাম মীরক (রহ.) এ সনদের বিষয়ে নীরব থেকেছেন।[১১২] তিনি

১০৮. ক. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/১২০৭পৃ. ক্রমিক হাদিস ঃ ১৬৭৪, প্রাগুক্ত.
১০৯ .ক. আহলে হাদিস আলবানী, ইরওয়উল গালীল, ৩/১৭৯পৃ. হাদিস ঃ ৭৩২, আলবানী, সহিহুল জা'মে, হাদিস ঃ ৬৬৯, সহিহুল মিশকাত, তিনি বলেন সনদটি 'হাসান'।
১১০ .ক. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৮পৃ. ক্রমিক.৭১৯৭,
১১১. ক. যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৬৮পৃ. ক্রমিক.৭১৯৭,
১১২. ক. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/১২০৭পৃ. ক্রমিক হাদিস ঃ ১৬৭৪, প্রাগুক্ত.

আরও উল্লেখ করেছেন- قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. -"ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, ইবনে হিব্বান হাদিসটিকে সহিহ সনদে সংকলন করেছেন।"[১১৩]

খ. জানাযার পর দোয়া করার বিষয়ে রাসূল (ﷺ)-এর আমল ঃ

১. বিখ্যাত সিরাতবিদ ইমাম ওয়াকীদী (ওফাত. ২০৭ হি) তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ..... فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتٍ حَيْثُ يُشَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ.

-"হযরত আব্দুল জব্বার ইবনু উমারাহ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আবি বকর (রা.) হতে বর্ণিত,..... অত:পর রাসূল (ﷺ) হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রা.) এর জানাযার নামাজ আদায় করলেন এবং **তার জন্য দোয়া করলেন।** তিনি তাদেরকে আরও বললেন তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর সে এখন জান্নাতে অবস্থান করছেন..... ।"[১১৪]

২. প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.) {ওফাত.৮৬১ হি} তাঁর ফতোয়ার কিতাবে মুতার যুদ্ধের ঘটনায় উল্লেখ করেন-

عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَا: «لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُؤْتَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَى الْمِنْبَرِ وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ، فَقَالَ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ –: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَدَعَا لَهُ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِيهَا بِجَنَاحَيْنِ حَيْثُ شَاءَ -

১১৩. ক. মোল্লা আলী ক্বারী, মিরকাত, ৩/১২০৭পৃ. ক্রমিক হাদিস ঃ ১৬৭৪, প্রাগুক্ত.
১১৪. ইমাম ওয়াকীদী, কিতাবুল মাগাজী, ২/৭৬২পৃ. দারুল আ'লামী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪০৯হি.।

-"হযরত আবদুল জাব্বার বিন উমারাহ (ﷺ) তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বাকরাহ (ﷺ) থেকে তিনি বলেন-যখন মুসলমানগণ (সাহাবীগণ) মুতার যুদ্ধ করতে ছিলেন। তখন রাসূল (ﷺ) মদিনার মসজিদে মিম্বারে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখান থেকে শামদেশ পর্যন্ত পর্দা উঠিয়ে দেয়া হলো। যার ফলে তিনি স্বচক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র দেখতে ছিলেন। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, এখন যায়েদ বিন হারেসা (ﷺ) এক ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। অতঃপর তিনি বললেন, সে শাহাদাত বরণ করেছেন। **নবীজি তাঁর জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন** এবং বললেন তোমরা তার জন্য ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এখন জান্নাতে অবস্থান করে ছুটাছুটি করছেন। তারপর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন এখন জাফর বিন আবি তালেবের এক ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। সেও শহীদ হয়ে গেলেন; নবীজি তাঁর জানাযার নামায পড়লেন এবং **তার জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন;** সাহাবীদেরকে বললেন তোমরা তার জন্য ইস্তিগফার ক্ষমা প্রার্থনা কর সে এখন ইয়াকুত ডানায় ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।"[১১৫]

৩. মুতার যুদ্ধে রাসূল (ﷺ) সাহাবীর জানাযার নামাযের পর কী করলেন তা ইমাম বায়হাকী (রহ.) সুন্দর করে সহিহ সনদে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ زَيْدٌ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَحَبَّبَ إِلَيْهِ الْحَيَاةَ وَكَرَّهَ إِلَيْهِ الْمَوْتَ وَمَنَّاهُ الدُّنْيَا فَقَالَ: الْآنَ حِينَ اسْتَحْكَمَ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ تُمَنِّينِي الدُّنْيَا ثُمَّ مَضَى قُدُمًا حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتٍ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ –

-"হযরত আসিম বিন উমর বিন কাতাদা (ﷺ) বর্ণনা করেন-----তারপর জাফর বিন আবি তালেব (ﷺ) শহীদ হয়ে গেলেন, অত:পর রাসূল (ﷺ) **তার জানাযার নামায**

১১৫ .ক. আল্লামা ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম : ফাতহুল ক্বাদীর : কিতাবুয জানাইয : ২/১১৭ পৃ., আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী : উমদাদুল ক্বারী : ৮/২২ পৃ., আল্লামা ওয়াকেদী : কিতাবুযল মাগাজী : ২/২১০-২১১ পৃ.

পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার কর, নিশ্চয় সে এখন শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে এবং ইয়াকুত ডানায় ভর করে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।"[১১৬]

৪. উক্ত মুতার যুদ্ধের বর্ণনাটি ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) {ওফাত ২৩০ হি.} এ হাদিসটি সনদসহ বর্ণনা করেন। তিনি হাদিসটির সনদ এভাবে বর্ণনা করেন-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمد بن عمرو بن حزم.

-"আমাকে মুহাম্মদ বিন উমর (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাকে মুহাম্মদ বিন সালেহ (রহ.) তিনি বলেন আমাকে আসেম বিন উমর বিন কাতাদা হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাকে আব্দুল জাব্বার বিন উমারা (রহ.) হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমাকে আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর ইবনে হাযম (ﷺ) বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন।"[১১৭]

ইমাম সা'দ (রহ.)-এর সংকলিত হাদিসটির দীর্ঘ বর্ণনার শেষ অংশটি হচ্ছে-

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوا له وقد دخل الجنة ---- الخ

-"অত:পর রাসূল (ﷺ) হযরত জাফর বিন আবি তালেব (ﷺ) এর জানাযার নামাজ আদায় করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি তাদেরকে আরও বললেন তোমরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর সে এখন জান্নাতে অবস্থান করছেন..... ।"[১১৮]

৫. শুধু তাই নয় ইমাম আবু নুঈম ইস্পাহানী (রহ.){ওফাত.৪৩০হি.} তিনি রাসূল (ﷺ) এর মুতার যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ)-এর কর্ম পদ্ধতী সনদসহ তুলে ধরেন এভাবে-

১১৬. ইমাম বায়হাকী, দালায়েলুল নবুয়ত, ৪/৩৭৯পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, প্রথম প্রকাশ. ১৪০৫ হি.।
১১৭. ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা:- ৪/২৮পৃ. দারুল কুতুব ইলামিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।
১১৮. ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবকাতুল কোবরা:- ৪/২৮পৃ. দারুল কুতুব ইলামিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ

-"অত:পর রাসূল (ﷺ) তাঁর জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। রাসূল (ﷺ) তার সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা কর..... ।"[১১৯]

৬. বিখ্যাত সিরাতবিদ ইমাম শিহাবুদ্দীন কুস্তালানী (রহ.) {ওফাত ৯২৩ হি.} তাঁর বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ 'মাওয়াহেবে লাদুন্নীয়া' الفصل الثالث فى إنبائه ص بالأنباء المغيبات অধ্যায়ে এভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন-

جلس النبى- صلى الله عليه وسلم- على المنبر، فكشف له حتى نظر إلى معركتهم فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة حتى استشهد ، فصلى عليه ثم قال: استغفرو له، ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب حتى استشهد ، فصلى عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم جعفر، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد فصلى عليه، ثم قال:استغفروا لأخيكم ----- الخ

-"রাসুল (ﷺ) মিম্বার শরীফে আরোহণ করলেন অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা মুতার যুদ্ধের চিত্র তাঁর হাবীবের নিকট প্রকাশিত করলেন; তিনি যুদ্ধের অবস্থা দেখতে লাগলেন। অতঃপর বললেন এখন যায়েদ বিন হারেসা (রা.) শহীদ হয়েছেন; অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর জানাযার নামাজ পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তাঁর জন্য দোয়া ইস্তেগফার কর। তারপর বললেন এখন যাফর বিন আবি তালেব (রা.) ঝান্ডা হাতে নিয়েছেন এবং তিনি শহীদ হয়েগেছেন; অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর জানাযার নামায পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাই যাফরের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া ইস্তেগফার কর। তারপর বললেন এখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ঝান্ডা হাতে নিয়েছেন এবং তিনি শহীদ হয়েগেছেন; অত:পর রাসূল (ﷺ) সহ আমরা তাঁর জানাযার নামাজ পড়লাম তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য **আল্লাহর নিকট দোয়া ইস্তেগফার কর**।"[১২০]

১১৯. ইমাম আবু নঈম ইস্পাহানী, দা'লায়েলুন নবুয়ত : ২/১৯২-১৯৩ পৃ.।
১২০. ইমাম কুস্তালানী, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ৩/১৩২পৃ. মাকতুবাতুত তাওফিকহিয়্যাহ, কায়রু, মিশর, বায়হাকী , দালায়েলুল নবুয়ত :- ৪/৩৬৮-৩৬৯পৃ.

৭. বিখ্যাত সিরাতবিদ ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী (ওফাত. ৪০৭হি.) তার বিখ্যাত সিরাত গ্রন্থ 'শরফুল মোস্তফা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ بِجَنَاحَيْنِ مِنْ يَاقُوتٍ حَيْثُ يُشَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ

-"অত:পর রাসূল (ﷺ) হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রা.)-এর জানাযার নামায পড়লেন এবং **তার জন্য দোয়া করলেন**। রাসূল (ﷺ) তার সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা কর..... ।"[১২১]

৮. বিখ্যাত সিরাতবিদ ইমাম তকি উদ্দিন মুকরিজী (রহ.) (ওফাত. ৮৪৫হি.) তার সিরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

فصلى عليه ودعا له. ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة، فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة.

-"রাসূল (ﷺ) হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রা.) এর জানাযার নামায পড়লেন এবং **তার জন্য (নামাযের পর) দোয়া করলেন**। তারপর বললেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর.... ।"[১২২]

৯. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও চার মাযহাবের ইমামের অন্যতম একজন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম হাকেম নিশাপুরী (রহ.) তাদের হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لَهُ فَتَبِعَهَا عَلَى بَغْلَةٍ يَمْشِي خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَنِسَاءٌ يَرْثِينَهَا، فَقَالَ: يَرْثِينَ، أَوْ لَا يَرْثِينَ، «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

১২১. ইমাম আবু সা'দ নিশাপুরী, শরফুল মোস্তফা, ৪/২৭পৃ. দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২৪হি.

১২২ .মুকরীজী, ইমতাউল আসমা, ১/৩৪২পৃ. ও ১৩/৩৬৪পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ.১৪২০হি.।

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَرَاثِي» .وَلْتُفِضْ إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبْرَتِهَا مَا شَاءَتْ، ثُمَّ «صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-''তাবেয়ী হযরত ইব্রাহিম হিজরী (রহ.) বলেন আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আওফা (রা.) যিনি বাইতুর রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তার কন্যার ওফাত হলে তিনি তার মেয়ের কফিনের পিছনে একটি খচরের উপর সাওয়ার হয়ে যাচ্ছেন। তখন মহিলারা কান্না করতে ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা মর্সিয়া করো না, যেহেতু হুযুর (ﷺ) মর্সিয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ চায় অশ্রু ঝরাতে পারবে। এরপর জানাযার নামায চারটি তাকবীরের মধ্যে সম্পন্ন করলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর, দুই তাকবীরের মধ্যেখানের সময় পরিমাণ দোয়া করতেছিলেন এবং তিনি (সাহাবী) বললেন অনুরূপ হুযুর (ﷺ) জানাযায় করতেন।''[১২৩]

হাদিসের সারমর্ম ঃ এ হাদিসে দ্বারা দুটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, স্বয়ং আল্লাহর হাবীব (ﷺ) নিজে জানাযার নামাযের পর দোয়া করেছেন এবং জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সাহাবীগণও জানাযার পর দোয়া করেছেন। উল্লেখ্য যে, ثُمَّ (ছুম্মা) শব্দ দ্বারা প্রমাণ হয় দাঁড়িয়ে দোয়া নামাযের মধ্যে ছিল না, বরং নামাযের পরপরই ছিল।

১২৩. আহমদ : আল-মুসনাদ : ৫/৪৭৪-৪৭৫পৃ. হাদিস : ১৮৩৫১; ইমাম বায্যার : আল-মুসনাদ : ৮/২৮৭পৃ.হাদিস : ৩৩৫৫; ইমাম বায়হাকী : আস-সুনানুল কোবরা : ৪/৭০পৃ. হাদিস : ১৫৮১; ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি : জামিউল জাওয়ামে : ১৪/৪৯৩ পৃ. হাদিস : ১১৫৫৪; সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস :১৭/১৪৫-১৪৬পৃ. হাদিস ঃ ৯৫০৯, দারুল ফিকর ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন। সুয়ূতি : জামিউল আহাদিস : ২০/২২৭ পৃ. হাদিস ঃ ১৬৪৬৮; সুয়ূতি : জামিউস সগীর, ২/৫৬০ পৃ. হাদিস: ৯৩৮৫; শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর : ৩/২৬৬পৃ. হাদিস : ১২৮৬৫; আহলে হাদিস নাসিরুদ্দিন আলবানী : সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বইফাহ, হাদিস নং-৪৭২৪; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ : হাদিস : ১৮৬০২; ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক, হাদিস : ১২৭৭; আল্লামা মুত্তাকী হিন্দি : কানযুল উম্মাল, ১৫/৬৫০পৃ. হাদিস নং : ৪২৪৪৬।

আলবানীর এ এ হাদিসের ভুয়া তাহকীক ঃ

ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) হাদিসটি সংকলন করে বলেন- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ -''হাদিসটির সনদ সহিহ বা বিশুদ্ধ।''[১২৪] উক্ত হাদিসটিকে ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতি (রহ.)ও তার গ্রন্থে সহিহ বলে মেনে নিয়েছেন।[১২৫] আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী তার একাধিক গ্রন্থে সনদটিকে দ্বঈফ বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ অনেক অপচেষ্টা করেছিলেন।[১২৬] তার দাবী হলো তাবেয়ী ইবরাহীম হাজারী (রহ.) কে নিয়ে। সে এ রাবী প্রসঙ্গে লিখেছে- وإبراهيم هذا لين الحديث -''ইবরাহিম হাদিস বর্ণনার দিক দিয়ে নরম প্রকৃতির।''[১২৭] তবে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)ও তাকে অনুরূপ বলেছেন।[১২৮]

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! রাবী যদি নরম প্রকৃতির হয় সে হাদিসকে মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ 'হাসান' বলে থাকেন।[১২৯] কিন্তু আলবানী পূর্বসূরি সকল মুহাদ্দিসগণের উসূলকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে মুহাদ্দিসে আজম বানাবার প্রবিকল্পনা অঙ্কন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা কখনোই সম্ভব হয়নি। তাই বিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন আমরাও তাই বলবো।

১০. অপরদিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী (রহ.) উক্ত সাহাবী থেকে অন্য সনদ দ্বারা এভাবে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قال ——— ثُمَّ «صَلَّى عَلَيْهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَكَذَا –

১২৪. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক, হাদিস : ১২৭৭
১২৫. সুয়ূতি : জামিউস সগীর, ২/৫৬০ পৃ. হাদিস : ৯৩৮৫;
১২৬. আলবানী, জামিউস সগীর (তাহকীক) ২/৫৬০ পৃ. হাদিস : ৯৩৮৫; ও সিলসিলাতুল আহাদিসুদ্-দ্বইফাহ, হাদিস নং-৪৭২৪; এবং ইরওয়াউল গালীল, ৩/১৮২পৃ. হাদিস নং ৭৩৫ এ
১২৭. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩/১৮২পৃ. হাদিস নং ৭৩৫
১২৮. আসকালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব, ১/৯৪পৃ. ক্রমিক নং ২৫২, দারুর রুশদ, সৌদি।
১২৯ . এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে '**প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন**' ১ম খণ্ড দেখুন।

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি এক জানাযার নামায পড়তে গেলেন -------- তার পর চার তাকবীরের সহিত জানাযার নামায আদায় করলেন। জানাযার নামাযের চার তাকবীরের পর দ্বিতীয় তাকবীরের সমানপরিমাণ তার জন্য ইস্তিগফার ও দোয়া করলেন এবং তিনি বললেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুরূপ করতেন।"[১৩০]

১১. বিখ্যাত ইমাম কাসানী (রহ.) হাদিস সংকলন করেন-

رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ قَوْمٌ فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ثَانِيًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ لَا تُعَادُ، وَلَكِنْ ادْعُ لِلْمَيِّتِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ–

-"বর্ণিত হয়েছে একবার রাসূল (ﷺ) একটা যানাযার নামায শেষ করলেন। এরপর হযরত ওমর (ﷺ) উপস্থিত হলেন, তার সাথে কিছু লোকও ছিল। তিনি দ্বিতীয় বার যানাযা পড়তে চাইলেন। তখন রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন যানাযার নামায দ্বিতীয় বার পড়া যায় না। তবে তুমি মৃতব্যক্তির জন্য দু'আ করতে পার এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো।"[১৩১]

***জানাযার নামাযের পর রাসূল (ﷺ) নিজেই বিভিন্ন দোয়া পড়তেন ঃ**

১২. উপরের বিভিন্ন হাদিসে আমরা দেখেছি রাসূল (ﷺ) নিজে দোয়া করেছেন এবং সাহাবীদেরকে দোয়া করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এখন কিছু হাদিসে পাক উল্লেখ করবো নবীজি বাস্তব জীবনে জানাযার নামাযের পর নিজে বিভিন্ন শব্দে দোয়া করে সাহাবীদেরকে শিক্ষাও দিয়েছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একটি হাদিসে পাক উল্লেখ করেছেন-

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

১৩০. ইমাম হাকেম নিশাপুরী : আল-মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ১/৫১২পৃ. হাদিস ঃ ১৩৩০
১৩১. আল্লামা ইমাম কাসানী : বাদাঈ সানায়ে, ৩/৩১১পৃ.।

-"হযরত ওয়াছিলা ইবনে আসকা (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে এক ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর (জানাযার পর) আমি শুনলাম তিনি মহান আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন। এভাবে হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুক তোমার জিম্মায় ও তোমার আশ্রয়ে তাকে তুমি কবরের পরীক্ষা হতে রক্ষা কর। দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তুমি ওয়াদা ও হক পূরণকারী। অতএব তুমি মাফ কর, তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"[১৩২]

হাদিসের সা ামর্ম ঃ

১২. এ বিষয়ে আরেকটি হাদিসে পাক ইমাম মুত্তাকী হিন্দী (রহ.) সংকলন করেন দেখুন-

عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه". اللهم! أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للاام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها–

-"হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর (জানাযার পর) তিনি যে দোয়া করলেন আমি উক্ত দোয়ার বাক্যগুলি মুখস্থ করছি। আর তা হল ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তা, তুমি তার ইসলামের পথ প্রদর্শক, তুমি মৃত্যুদাতা; তুমি তার প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুর খবর রাখ। আমরা সকল তার সুপারিশকারী, তুমি মাফ কর।"[১৩৩]

১৩. আরেকটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন ইমাম বায়হাকী (রহ.) সংকলন করেছেন-

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ–

১৩২ . আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৩/২১১পৃ. হাদিস নং.৩২০২, আলবানীর তাহক্বীক সূত্রে সহিহ, সুনানে ইবনে মাযাহ, ১/৪৮০পৃ. হাদিস নং ১৪৯৯, তাবরানী, কিতাবুদ দোয়া, ১/৩৫৯পৃ. হাদিস নং.১১৮৯, ও মু'জামুল কাবীর, ২২/৮৯পৃ. হাদিস নং ২১৪, ও মুসনাদে শামিয়্যীন, ৩/২৫২পৃ. হাদিস নং ২১৯৪, বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ২/২৮৮পৃ. হাদিস নং ৬৩১, ।
১৩৩ .মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১৫/৫৮৭পৃ. হাদিস নং ৪২৩০১

-"বিখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) তিনি হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) জনৈক ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়লেন। তারপর বললেন হে আল্লাহ! এ ব্যক্তিকে কবর আযাব হতে রক্ষা কর।"[১৩৪] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! উল্লেখ্য যে, ثُمَّ (ছুম্মা) শব্দ দ্বারা প্রমাণ হয় দাঁড়িয়ে দোয়া নামাযের মধ্যে ছিল না, বরং নামাযের পরপরই ছিল।

১৪. আরেকটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন ইমাম মুত্তাকী হিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) (ওফাত.৯৭৫হি.) সংকলন করেছেন-

عن علي قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي! إذا صليت على جنازة رجل فقل "اللهم هذا عبدك وابن عبدك ابن أمتك ماض فيه حكمك، خلقته ولم يك شيئا مذكورا، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم لقنه حجته وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وثبته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه، كان يشهد أن لا إله إلا الله فاغفر له وارحمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم إن كان زاكيا فزكه وإن كان خاطئا فاغفر له.

-"হযরত আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে তিনি বললেন আমাকে হযরত রাসূল (ﷺ) ডেকে বললেন। ওহে আলী যখন তুমি জানাযার নামায শেষ করবে। তারপর পড়বে- হে মহান আল্লাহ! সে আপনার বান্দা আপনার বান্দার পুত্র, আপনার বান্দীর পুত্র সে আপনার অধীনস্থ। আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।......... ।"[১৩৫]

১৫. আরেকটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন ইমাম মুত্তাকী হিন্দী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) সংকলন করেছেন-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى جِنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا

১৩৪ .ইমাম বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৪/১৪পৃ. হাদিস নং ৬৭৯৩, প্রাগুক্ত., ও মা'রিফাতুল সুনানি ওয়াল আছার, ৫/২৪৮পৃ. হাদিস নং ৭৪১০, ও এছবাত আযাবুল কুবুর, ১/১০৫পৃ. হাদিস নং ১৬০ ও ১৬১

১৩৫ .মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,১৫/৭১৯পৃ. হাদিস নং ৪২৮৬৪

خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ–

-"হযরত আওফ বিন মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) জানাযার নামায পড়লেন। অতঃপর (জানাযার পর) তিনি যে দোয়া করলেন আমি উক্ত দোয়ার বাক্যগুলি মুখস্থ করেছি। আর তা হল ঃ হে আল্লাহ! ... ।"[১৩৬]

গ. জানাযার নামাযের পর দোয়া খলিফাদের সুন্নত ঃ

হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন-

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ

-"তোমরা আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত সুন্নত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে আঁকড়ে ধর।"[১৩৭] তাই বুঝতে পারলাম যে নবীজির খলিফাদের অনুসরণ করাও আমাদের জন্য সুন্নাত। ইসলামের চতুর্থ খলিফার আমল দেখুন-

عَنِ الْمُسْتَظِلِّ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهَا

-"হযরত মুসতাযিল ইবনে হুসাইন (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আলী (رضي الله عنه) এক জানাযার নামায আদায় করেন অতঃপর আবার তার জন্যে দোয়া করেন।"[১৩৮] এ হাদিসের সনদটিও সহিহ। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর (رضي الله عنه) এর জানাযার নামাযের পর দোয়া হয়েছে এ বিষয়ে অনেকগুলো বর্ণনা নিম্নে দেয়া হবে দেখার অনুরোধ রইল। বুঝা গেল জানাযার নামাযের পর দোয়া করা খলিফাদের সুন্নত।

১৩৬ .বায্যার, আল-মুসনাদ, ৭/১৭২পৃ. হাদিস নং ২৭৩৯, সান'আনী, সবলুস সালাম, ১/৪৮৮পৃ. হাদিস নং ৫৩০, দারুল হাদিস, কায়রু, মিশর।

১৩৭. আবু দাউদ, আস্-সুনান, ৪/২০০পৃ. হাদিস নং ৪৬০৭, আলবানীর তাহক্বীক সূত্রে সহিহ।

১৩৮. বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৭৪পৃ. হাদিস নং৬৯৯৬।

ঘ. জানাযার নামাযের পর দোয়া করা সাহাবীদের সুন্নত ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা এখন অনুসন্ধান করবো জানাযার নামায সমাপ্ত হলে সাহাবীরা দোয়া করতেন, এমন কোন আমল পাওয়া যায় কিনা।

عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا دَعَا وَانْصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ-

-"(১) বিশিষ্ট তা'বেয়ী না'ফে (রহ.) বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তিনি যদি কোনো জানাযায় উপস্থিত হয়ে দেখতেন যে, সালাতুল জানাযা আদায় করা হয়ে গেছে, তাহলে তিনি (আদায় কৃত জানাযার) পর দোয়া করে ফিরে আসতেন, পুনরায় সালাত (জানাযা) আদায় করতেন না।"[১৩৯] মুফতী আমিমুল ইহসান (রহ.) বলেন এ হাদিসের সনদটি সহিহ।"[১৪০]

হাদিসের সারমর্ম পর্যালোচনা ঃ এ হাদিস থেকে দুটি মাস'আলা বুঝতে পেরেছি। ক. জানাযার নামায যেহেতু ফরজে কিফায়া তা একবার আদায় হয়ে গেলে সবার পক্ষ থেকে হক আদায় হয়ে যায়; তাই দ্বিতীয় বার জানাযার কোন বিধান নেই। (খ) তবে দ্বিতীয় বার জানাযা আদায় না করতে পারলেও জানাযার নামাযের পর দোয়া করতে কোন নিষেধ নেই।

২. ইমাম বায়হাকী (রহ.) হাদিস সংকলন করেন-

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى: صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْجُعْفِيِّ بَعْدَ مَا صُلِّيَ عَلَيْهِ أَدْرَكَهُمْ بِالْجَبَّانِ

-"হযরত আমর বিন মুর্‌রা (রহ.) তিনি তাবেয়ী হযরত খায়ছামা (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হযরত হারেস ইবনে কায়েছ

১৩৯. ইমাম আব্দুর রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফ : ৩/৫১৯ পৃ. হাদিস, ৬৫৪৫, মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার, ১/৪০০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

১৪০. মুফতি আমিমুল ইহসান, ফিকহুস-সুনানি ওয়াল আছার :- ১/৪০০পৃ. হাদিস ঃ ৩১৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, তিনি বলেন হাদিসটির সনদ সহীহ।

আল-জুফিয়ী (রাঃ)-এর জানাযার নামায আদায় করলেন, পরে তাঁর জন্যে দোয়া করেন।"[১৪১]

হাদিস (৩) ঃ শামসুল আয়িম্মা ইমাম সারখসী (রহ.) {ওফাত.৪৮৩হি.} তাঁর বিখ্যাত **'মবসুত শরীফে'** "মাইয়্যাতের গোসল" শীর্ষক অধ্যায়ে একটি হাদিস সংকলন করেন-

مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا – وَابْنِ عُمَرَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ – أَنَّهُمَا فَاتَتْهُمَا الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ – فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে উভয়ে এক জানাযায় গিয়ে জানাযার নামায না পেয়ে মায়্যিতের জন্য ইস্তাগফার পড়লেন বা দোয়া করলেন। একদা হযরত উমর (রাঃ) এর জানাযা যখনই শেষ হয়ে গেল তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রহ.) আসলেন তিনি বললেন হে আমার সাথীরা ! তোমরা আমাকে নামাজে মাসবুক করেছো তবে জানাযার পর দোয়াতে আমাকে মাসবুক (বাদ দিয়ে) করো না (এসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি)।"[১৪২]

হাদিসের সারমর্ম পর্যালোচনা ঃ

হাদিসের প্রথম অংশ দ্বারা জানাযার পর মাইয়্যেতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বৈধতার প্রমান পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানাযার পরে দোয়া আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) উপরের হাদিসের অনুরূপ বিখ্যাত হানাফী ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম কাসানী (রহ.).{ওফাত. ৫৮৭ হিজরী.} হাদিসটি দু'জন সাহাবী থেকে এভাবে বর্ণনা করেন-

১৪১. বায়হাকী, আস-সুনানিল কোবরা, ৪/৭৪পৃ. হাদিস নং.৬৯৯৭।
১৪২. ইমাম সরখ্‌সী, আল-মবসুত, ২/৬৭পৃ.।

وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ – رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَاتَتْهُمَا صَلَاةٌ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ – فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ: إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ–

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে উভয়ে এক জানাযায় গিয়ে জানাযার নামায না পেয়ে মায়্যিতের জন্য ইস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আরেক বর্ণনায় রয়েছে একদা হযরত উমর (ﷺ)এর জানাযা যখনই শেষ হয়ে গেল, তখন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ) আসলেন তিনি বললেন হে আমার সাথীরা! তোমরা আমাকে নামাযে মাসবুক করেছো তবে জানাযার পর দোয়ায় আমাকে বাদ দিয়ে করো না (এসো আমরা সবাই মিলে দোয়া করি)।"[১৪৩]

(৫) ইমাম ইবনে সা'দ (ﷺ){ওফাত,২৩০ হি.} উক্ত হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَئِنْ كُنْتُمْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ لَا تَسْبِقُونِي بِالثَّنَاءِ عَلَيْهِ.

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ)'র সাথীরা জানিয়েছেন। তিনি হযরত উমর (ﷺ) এর জানাযা এসে পেলেন না, অত:পর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে এমন মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছ, তাই তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট ছানা বা দোয়া প্রার্থনা করার ব্যাপারে আমাকে তোমাদের থেকে মাসবুক করো না।"[১৪৪]

(৬) ইমাম ইবনে আসাকীর (ﷺ) {ওফাত.৫৭১হি.} এ ঘটনার দু'টি সনদ বর্ণনা করেন-

১৪৩. আল্লামা আবু-বকর বিন মাসউদ কাসানী, বাদায়ে সানায়ে, ১/৩১১পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত, লেবানন।

১৪৪. ইমাম ইবনে সা'দ, আত-তবাকাতুল কোবরা, ৩/৩৬পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

প্রথম সনদের হাদিস ঃ

عن عبيد الله بن سارية قال جاء عبد الله بن سلام بعدما صلي على عمر فقال إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالثناء

-"হযরত উবায়দুল্লাহ বিন সারিয়া (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন- হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ) হযরত ওমর (ﷺ)-এর জানাযার পর উপস্থিত হলেন এবং বললেন- নিশ্চয় তোমরা আমাকে এক মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছো, তাই তাঁর জন্য ছানা দোয়া প্রার্থনা করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক করো না।"[১৪৫]

দ্বিতীয় সনদের হাদিস ঃ

محمد بن عبيد الطنافسي نا سالم المرادي نا بعض أصحابنا قال جاء عبد الله بن سلام وقد صلي على عمر فقال والله لئن كنتم سبقتموني بالصلاة لا تسبقوني بالثناء

-"হযরত মুহাম্মদ বিন উবায়দুল তানাফাসী (রহ.) তিনি সালেম মারাদী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি; হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ) এর সাথীদের থেকে জেনেছি তিনি যখন হযরত ওমর (ﷺ)এর জানাযার পর উপস্থিত হলেন এবং বললেন- আল্লাহর শপথ! তোমরা আমাকে এক মহান ব্যক্তির জানাযায় মাসবুক করেছ, তাই এ জন্য এখন ছানা দোয়া প্রার্থনা করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক করো না।"[১৪৬]

(৭) প্রসিদ্ধ ফকীহ আবু বকর দিমিয়াতী (ﷺ) ওফাত.১৩০২হি. তাঁর ফতোয়ার কিতাব "ফতহুল মুঈন" এ হাদিসটি এভাবে বর্ণনাটি করেন-

عن عبدالله بن سلام لما فاته الصلوة علي عمر رضي الله عنه قال ان سبقت بالصلاة فلم تسبق بالدعاء له- فتح المعين

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ) যখন হযরত উমর (ﷺ) এর জানাযার নামাযে এসে উপস্থিত হয়ে জানাযা পেলেন না। অত:পর তিনি বললেন তুমি জানাযায় আমায় মাসবুক করেছো কিন্তু জানাযার পর দোয়াও আমায় মাসবুক করো না।"[১৪৭]

(৮) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম মুহাম্মদ (ﷺ){ওফাত.} হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেন-

১৪৫. ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :৪৪/৪৫৮পৃ. হাদিস : ৯৮৩৮

১৪৬. ইমাম ইবনে আসাকীর :-তারীখে দামেস্ক :৪৪/৪৫৮পৃ. হাদিস : ৯৮৩৮

১৪৭. ইমাম সায়্যেদ আবি বকরী :- এনাতুত-ত্বালেবীন আ'লা ফতহুল মঈন:-১/৩৫৩পৃ.

وعن عبدالله بن سلام فاتته الصلاة علي جنازة عمر رضي الله عنه فلما حضر قال ان سبقموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني له

-"হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (ﷺ) যখন হযরত উমর (ﷺ)'র জানাযা পেলেন না, অত:পর তিনি বলেন নিশ্চয় তোমরা আমাকে জানাযায় মাসবুক করেছে, তবে দোয়া করার ব্যাপারে আমাকে মাসবুক কর না।"[১৪৮]

৩. গ. জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের দলিল ঃ

ইমাম আযম (রহ.)সহ বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমামগণ কী বলেছেন?

বিখ্যাত ইমাম শা'রানী (রহ.) লিখেন-

ومن ذلك قول ابى حنيفة : ان التعزية سنة قبل الدفن لا بعد وبه قال الثورى مع قول الشافعى و احمد انها تسن قبله وبعد الى ثلاثة ايام .....ان شدة الحزن انما تكون قبل الدفن فيعزى ويدعى له بتخفيف الحزن-

-"আর এমনিভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর বক্তব্য হচ্ছে : দাফনের পূর্বে শোক প্রকাশ করা সুন্নাত, পরে নয়। তারই সাথে সাথে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) এবং তাঁর সাথে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন যে, নিশ্চয় দাফনের পূর্বেই পেরেশানী বেশী থাকে। **ফলে সে সময় মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করবে ও দোয়া করবে**।"[১৪৯] এ ইবারত থেকে প্রমাণিত হল যে দাফনের পূর্বে (মানে জানাযার পর) দোয়া করা জায়েয এটা স্বয়ং ইমাম আযমেরই অভিমত।

১. আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মদ মহল্লী শাফেয়ী (ওফাত. ১১৭০হি.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মত প্রসঙ্গে তার مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة নামক কিতাবে উল্লেখ করেন-

والتعزية سنة قبل الدفن عند أبي حنيفة

-"ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর অভিমত হচ্ছে : দাফনের পূর্বে (মানে জানাযার পর) শোক প্রকাশ (তার জন্য দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা) করা সুন্নাত।"[১৫০]

২. ইমাম আহমাদ খালুতী হাম্বলী (ওফাত. ১১৯২হি.) তার كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات কিতাবে লিখেন-

১৪৮- ইমাম মুহাম্মদ : হাশীয়ায়ে কিতাবুল আছার, ২/১২০পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়াহ, বয়রুত।

১৪৯ .ইমাম শা'রানী, মিযানুল কোবরা, ১/১৫৩পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

১৫০. মহল্লী, মযিদুল নু'মাত লিজামিউ আকওয়ালুল আইয়্যিাম্মা, ১/১৮৩পৃ.

وتعزية الْمُسلم الْمُصَاب بِالْمَيتِ سنة قبل الدّفن

-"মুসলমানদের জন্য দাফনের পূর্বে মাইয়্যেতের শোক প্রকাশ করা সুন্নাত।"[১৫১]

৩. ইমাম সামসুদ্দীন ইয্ (রহ.) (ওফাত. ৯১৮হি.) তার فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب কিতাবে বলেন-

والتعزية سنة قبل الدفن

-"দাফনের পূর্বে শোক প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নাত।"[১৫২]

জানাযার পরবর্তী দোয়া কবুলযোগ্য ঃ

জানাযার নামায যেহেতু ফরয আর আমরা এখন দেখবো যে ফরয নামাযের কবুল হওয়ার বিষয়ে নবীজি কী বলেছেন। হযরত আবু উমামা (ﷺ) বর্ণিত, তিনি বলেন-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ:قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.-

-"রাসূল (ﷺ) এর কাছে জানতে চাওয়া হল, কোন সময়ের দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়? রাসূল (ﷺ) উত্তরে বলেন, রাতের শেষ অংশে (তাহাজ্জুতের সময়) ও ফরয নামাজের পরবর্তী দোয়া।"[১৫৩] হযরত কা'ব (রা.) এর সূত্রে ইমাম আব্দুর রায্যাক (রহ.) আরেকটি বিশুদ্ধ সনদ সংকলন করেছেন।[১৫৪] তাই বুঝতে পারলাম যে (জানাযার নামায যেহেতু ফরয তাই তার) পরবর্তী দোয়া কবুলযোগ্য, যা প্রিয় নবির হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত।

১৫১ . খালুতী, কাশফুল মাখাদারাত, ১/২৪০পৃ.

১৫২ . সামসুদ্দীন, ফতহুল কারিবুল মুজিব ফি শরহে আলফাযুল তাক্বরীব, ১/১৮৩পৃ.

১৫৩. ক. তিরমিযি : আস-সুনান : ৫/৫২৬ পৃ. হাদিস : ৩৪৯৯, নাসাঈ : আস-সুনান : ৯/৪৭পৃ. হাদিস : ৯৮৫৬ ও আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলা, ১/১৮৬পৃ. হাদিস ঃ ১০৮, মুনযিরী : তারগীব ওয়াত তারহীব : ২/৪৮৬ পৃ. হাদিস : ২৫৫০, বায়হাকী, দাওয়াতুল কাবীর, ২/২৩৮পৃ. হাদিস ঃ ৬৭০, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৪/১৪১পৃ. হাদিস : ২০৯৮, আসকালানী : ফাতহুল বারী, ১২/৪১৮ পৃ. হাদিস : ৬৩৩০, তিনি বলেন হাদিসটি "হাসান",ও তাঁর অপর গ্রন্থ দিরায়া ফি তাখরীজে আহাদিসুল হিদায়া, ১/২২৫পৃ. হাদিস ঃ ২৯১, যায়লাঈ : নাসিবুর রাঈয়াহ : ২/২৩৫পৃ. তিনি ইমাম তিরিমিযির 'হাসান' বলা মতকে মেনে নিয়েছেন, খতিব তিবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ : কিতাবুস সালাত : ১/১৯৬ পৃ. হাদিস : ৯৬৮ পৃ. দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, মিয্যী, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ৪/১৭৩পৃ. হাদিস : ৪৮৯২, ইবনে কাসীর, জামিউল মাসানীদ ওয়াল সুনান, ৮/৫৫৮পৃ. হাদিস ঃ ১০৯৮৪, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ২/১১৪পৃ. হাদিস ঃ ৩৪০২, সুয়ূতি, জামিউল আহাদিস, ১২/৫৬পৃ. হাদিস ঃ ১১৪২৭

চতুর্থ অধ্যায়

ঘ. এ বিষয়ে দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের আপত্তি ও নিষ্পত্তি

ঘ. ১ঃ আপত্তি নং ১ ঃ আহলে হাদিস ও দেওবন্দীদের প্রথম আপত্তি হলো যে জানাযা তো অধিকাংশই দোয়া সেহেতু জানাযার পর দোয়া করার আবার কী দরকার।

জবাব ঃ আমার এ কিতাবে বিষয়টির জবাবে আমি ইতিপূর্বে একটি অধ্যায়ই করেছি; দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। তারপরও আমি বলতে চাই দোয়ার পর দোয়া করা যদি নাজায়েয হয় তাহলে ভাত খাওয়ার পর আর কিছু খাওয়া যাবে না। কারণ খাওয়ার পর আবার কিসের খাওয়া? বিষয়টি একেবারে হাস্যকর। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিস যেহেতু জানাযাকে নামায বলেছেন সেহেতু ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয় যে জানাযাকে দোয়া বলা।

ঘ.২ঃ আপত্তি নং ২ ঃ এ বিষয়ে তাদের পক্ষে কোন দলিল নেই; তাই তারা ইদানীং এর কিছু হানাফী ফকিহগণের বক্তব্যকে পুঁজি করে কোরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করছে। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (ওফাত.১০১৪হি.) বলেন-

وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ.

-"জানাযার নামাযের পর (নামাযের ন্যায় সাদৃশ্য করে) দোয়া করবে না। কেননা, এতে জানাযা নামাযে অতিরিক্ততার সাদৃশ্য বুঝায়।"[১৫৫] যেমন কুনীয়া কিতাবে রয়েছে-

اذا فرغ من الصلوة لايقوم داعيا له-

১৫৪. ইমাম আব্দুর রায্যাক : আল-মুসান্নাফ : ২/৪২৪ পৃ. হাদিস : ৩৯৪৯
১৫৫ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১২১৩পৃ. হাদিস নং. ১৬৮৭, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২২হি.

-"জানাযার নামায শেষ হলে দোয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না।" ফাতোয়ায়ে বায্যাযিয়া কিতাবে রয়েছে-

لايقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لانه دعاء مرة لان اكثرها دعاء-

-"জানাযার নামায বাদ দোয়া করার জন্য দাঁড়াবে না। কেননা, ইহা আর একটি দোয়া, তাছাড়া জানাযার নামায অধিকাংশই দোয়া।"

আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব ঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা সকলেই দেখলেন যে কিছু ফকিহ তাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছেন। তাদের সপক্ষে কোন হাদিসের দলিল অথবা ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (রাহিমাহুল্লাহ আজমাঈন)এর কোন মতামত নেই। বরং আমরাই ইমাম শা'রানী (রহ.) এর কিতাব দ্বারা উল্লেখ করেছি যে ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে দোয়া করতে আদেশ করেছেন। ইসলামী শরিয়তে সহিহ হাদিসের মোকাবিলায় কোন আলেমের কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। বরং হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলে গেছেন-

قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: جَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ ضَعِيفَ الْحَدِيثِ أَوْلَى عِنْدَهُ مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

-"ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম (রহ.) বলেন, হানাফি মাযহাবের সকল ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন যে কোন আলেমের কিয়াস হতে দ্বঈফ সনদের উপর আমল করা উত্তম।"[১৫৬] বিখ্যাত হাদিসের ইমাম এবং ইমাম আযমের ছাত্র ওয়াকী (রহ.) বলেন-

وَقَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ الْقِيَاسِ.

-"ইমাম ওয়াকী (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) কে বলতে শুনেছি যে (সহিহ হাদিস বিরোধী) কোন আমার কাছে কোন মাস'আলায় বিষয়ে

১৫৬ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক নং. ৪৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ২০০৩ইং.

কিয়াস করা হতে মসজিদে পেশাব করা উত্তম।"[১৫৭] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ইমাম আযমের এ মত অনুসারে লক্ষ করুন যে সহিহ হাদিস বিরোধী এ কিয়াসী ফাতওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য। হানাফী মাযহাবের নীতিমালায় ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) উল্লেখ করেন-

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَكَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَذْهَبِ عُمِلَ بِالْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِهِ حَنَفِيًّا بِالْعَمَلِ بِهِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ. اهـ. وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْإِمَامُ الشَّعْرَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.—

-"যখন সহিহ হাদিস পাওয়া যায়, যা ইমামের ইজতিহাদী মাস'য়ালার খেলাফ এমতাবস্থায় উক্ত হাদিস শরীফের উপর আমল করা হবে। আর ঐ হাদিস শরিফ অনুযায়ী আমল করা প্রকৃত পক্ষে ইমামের মাযহাব অনুযায়ী আমল করা। এতে ঐ ব্যক্তি হানাফী মাযহাব হতে বরে হয়ে যাবে না। কেননা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন 'সহিহ হাদিস আমার মাযহাব বা মত/পথ' ইমাম শা'রানী উক্ত বক্তব্য চার মাযহাবের ইমামগণ হতে সংকলন করেছেন।"[১৫৮] হানাফী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হেদায়াতে কিতাবুল ই'তিকাফে রয়েছে-"সহিহ হাদিসের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য।"(হিদায়া, ২য় খণ্ড, কিতাবুল ই'তিকাফ) আর আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) কোন ধরনের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন দেখুন-

لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ.

অর্থ ঃ (জানাযার পর দোয়া) কেননা এটা জানাযার নামাযের সাদৃশ্য বুঝায়।"

১৫৭ .ইমাম যাহাবী, তারিখুল ইসলাম, ৩/৯৯০পৃ. ক্রমিক নং ৪৪৫, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ২০০৩ইং.

১৫৮ .ইবনে আবিদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ১/৬৭পৃ. দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১২হি.

মমার্থ ঃ এমনভাবে দোয়া করবে (কাতাবদ্ধভাবে) না যাতে জানাযার মত সাদৃশ্য দেখা যায়।[১৫৯] তাই আমরাও সকলেই জানাযার নামাযের পর কাতার ভেঙ্গেই দোয়া করে থাকি যাতে নামাযের ন্যায় সাদৃশ্য না দেখা যায়। অপরদিকে কুনিয়া কিতাবের রায় গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা তার কিতাবের অধিকাংশ ফাতওয়া দুর্বল বলে হানাফী অনেক ইমামগণ উল্লেখ করেছেন এবং তা সংক্ষিপ্ত কিতাব। যেমন বিখ্যাত হানাফী ফকিহ ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) বলেন-

لَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ الْكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ....أَوْ لِنَقْلِ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ فِيهَا كَالْقُنْيَةِ لِلزَّاهِدِيِّ، فَلَا يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ مِنْ هَذِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ وَأَخَذَهُ مِنْهُ.

-"মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) কিতাব দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া বৈধ নয়; যেমন.....তেমনিভাবে দুর্বল মতের কিতাব দ্বারা ফাতওয়া দেয়া যেমন জাহেদীর কুনিয়া কিতাব। আর ততক্ষন পর্যন্ত কারও জন্য ফাতওয়া দেওয়া বৈধ হবে না যে পর্যন্ত না সে জানবে এ মাসয়ালা কোথায় হতে সংকলন করা হয়েছে।"[১৬০] তাই দুর্বল অভিমত দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া জায়েজ নেই। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ) আরও উল্লেখ করেন বলেন-

وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ رَسَائِلِهِ: أَمَّا الْقَاضِي الْمُقَلِّدُ فَلَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ إلَّا بِالصَّحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِهِ وَلَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ

-"বাহার গ্রন্থকার (রহঃ) তার রিসালায়ে বলেন, মুকাল্লিদ মুফতীর জন্য বিশুদ্ধ গ্রহণযোগ্য মতামত ছাড়া ফাতওয়া দিবে না। দুর্বল অভিমত দ্বারা ফাতওয়া দেওয়া যাবে না।"[১৬১] তাই কুনিয়া কিতাবের রায় গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫৯ .মোল্লা আলী ক্বারী, মেরকাত, ৩/১২১৩পৃ. হাদিস নং ১৬৮৭, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২২হি.

১৬০ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ১/৭০পৃ.

১৬১ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ৫/৪০৮পৃ.

ঘ. ৩ ঃ আহলে হাদিস ও দেওবন্দী ভাইদের প্রতি আমার আকুল আবেদন ঃ

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! জানাযার নামাযের পর দোয়া করাকে কিছু গণ্ডমূর্খ আলেম মাকরুহে তাহরীমী বলে থাকেন; অথচ হানাফী সকল বিজ্ঞ ফকিহগণ বলেছেন যে কোন কিছুকে মাকরুহ বলতে হলে হাদিস বা দলিলে খাছ লাগবে। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বলেন-

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ، إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"বাহার গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আর এটি মুস্তাহাব; আর মুস্তাহাব তরক করলে মাকরুহ (তাহরীমী) প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য নয়। তখনই প্রমাণিত হবে যখন কোন বিশেষ দলিল পাওয়া যাবে।"[১৬২] তিনি এ ফাতওয়ার কিতাবে আরেক স্থানে একটি বিষয় মাকরুহ প্রমাণিত নয় বলতে গিয়ে লিখেন-

هَذَا لَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ، إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍّ

-"আর এটি মাকরুহ (তাহরীমী) হওয়া প্রমাণিত নয়, যতক্ষণ না নির্দিষ্ট বিশেষ কোন দলিল দ্বারা নিষেধ প্রমাণিত হবে।"[১৬৩] তাই তাদের এমন কোন হাদিস নেই যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে এ কারণে জানাযার নামাযের দোয়া করা মাকরুহ। ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বলেন-

بِأَنَّ الْمُخْتَارَ أَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ

-"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং জমহুর ইমামদের পছন্দনীয় মতামত হল প্রত্যেক কিছুই বৈধ (যে পর্যন্ত না কোন দলিল দ্বারা নিষেধ করা হয়)।"[১৬৪] তাই আমরা করি তা যায়েজ বলেই; আর আপনারা মাকরুহ বা নাজায়েয বলেছে তা কোরআন সুন্নাহের আলোকে প্রমাণ পেশ করুন। আল্লামা

১৬২ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ২/১৭৭পৃ. ঈদের নামাযের অধ্যায়, ও ১/৬৫৩পৃ. নামায অধ্যায়, ১/১২৪পৃ. কিতাবুল ওজু।
১৬৩ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ২/১৭১পৃ. ঈদের নামাযের অধ্যায়,
১৬৪ . ইবনে আবেদীন শামী, ফাতোয়ায়ে শামী, ১/১০৫পৃ. কিতাবুল ওজু অধ্যায়

ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) (৭৫২ হিঃ) ফতহুল বারী শরহে ছহীহ্ বুখারীতে এ নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন যে-

الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع

-"কোন কাজ করাটা তার বৈধ হওয়ার দলিল, কিন্তু কোন কাজ না করাটা অবৈধ হওয়ার দলিল নয়।"[১৬৫] তাই যেহেতু অবৈধ হওয়ার কোন দলিল নেই, আর আমরা যেহেতু জানাযার নামাযের পর দোয়া করি এই টুকুই বৈধ হওয়ার প্রমাণ মিলে।

ঘ. ৪ ঃ ইসলামী শরীয়তে দোয়া কি ইবাদাত নয়?

অনেকে দোয়াকে ইবাদত মনে করতেই রাজি নয়; তাই বারবার তাদের দোয়া করলে তাদের নাকি অসুবিধা হয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ধারণাটি কোরআন সুন্নাহের আলোকে কতটুকু সঠিক। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন- فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ-"অতঃপর তোমরা বেশী বেশী করে দোয়া কর।"[১৬৬] সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা কী রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ মানবেন না সলিমুদ্দীন মোল্লার? এটি আপনাদের বিবেকের আদালতেই রইল। এবার আসি দোয়া ইবাদাত কিনা।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ-

-"হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজ স্বরূপ।"[১৬৭] এ হাদিসটি 'হাসান' পর্যায়ের।[১৬৮] আরেকটি হাদিসে পাক লক্ষ করুন-

১৬৫ . ফতহুল বারী, ইবনে হাজর আসকলানী : ১০/১৫৫পৃ.
১৬৬ . ইমাম আহমদ, আল-মুসনাদ, ১৫/২৭৪পৃ. হাদিস নং ৯৪৬১, মুসলিম, আস্-সহিহ, ১/৩৫০পৃ. হাদিস নং ৪৮২, আবু দাউদ, আস্-সুনান, ১/২৩১পৃ. হাদিস নং ৮৭৫, নাসাঈ, আস্-সুনান, ১/২২৬পৃ. হাদিস নং ১১৩৭, ও আস্-সুনানিল কোবরা, ১/৩৬৪পৃ. হাদিস নং ৭২৭, ইবনে হিব্বান, আস্-সহিহ, ৫/২৫৪পৃ. হাদিস নং ১৯২৮, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ২/১৫৮পৃ. হাদিস নং ২৬৮৬
১৬৭. ক. ইমাম তিরমিযী : আস সুনান : ৫/৪৫৬ : কিতাবুত দাওয়াত, হাদিস : ৩৩৭১, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৫৪ : হাদিস : ৪২৫৬, সূয়তী, জামেউল আহাদিস :

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ– وقال الترمذى«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» قال الحاكم إسناده صحيح

-'হযরত নু'মান বিন বশির (ﷺ) হতে বর্ণিত রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন : দোয়া হলো একটি ইবাদত।" [১৬৯] উক্ত হাদিসটিকে ইমাম হাকিম নিশাপুরী ও সুয়ূতি তাঁদের স্ব-স্ব গ্রন্থে সহিহ বলেছেন। এ ব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) হতে বর্ণিত, أَشْرَفُ الْعِبَادَةِ الدُّعاءُ -"রাসুল (ﷺ) ইরশাদ ফরমান শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো দোয়া।"[১৭০] তাই বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলবো যে, আপনাদের প্রতি অনুরোধ করবো মনগড়া ফাতওয়া বাতিল করে সহিহ হাদিসের এবং মাযহাবের ইমামের ফাতওয়াকে মেনে

৪/৩৬০পৃ. হাদিস : ১২১৬০, ইমাম দায়লামী : আল ফিরদাউস : ২/২২৪ পৃ: হাদিস : ৩০৮৭, ইমাম হাকেম তিরমিযী : নাওয়ারিদুল উসূল : ২/১১৩ পৃ:, ইমাম মুনযির : তারগিব আত তারহীব : ২/৩১৭ পৃ: হাদিস : ২৫৩৪, আল্লামা ইবনে রজব : জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম : ১/১৯১ পৃ:, খতিব তিবরিযী : মিশকাত : কিতাবুত দাওয়াত : ২/৪১৯ পৃ. হাদিস : ২২৩১, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী : কিতাবুত দাওয়াত : ৫/১২০ পৃ. হাদিস : ২২৩১,তাবরানী, মু'জামুল আওসাত, ৩/২৯৩পৃ. হাদিস :৩১৯৬, তাবরানী,কিতাবুদ্-দোয়া, ১/২৪পৃ. হাদিস ঃ ৮, ইবনে আছির, জামিউল উসূল, ৯/৫১১পৃ. হাদিস,৭২৩৭, মিয্যী,তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রিফাতুল আতরাফ, ১/৮০পৃ. হাদিস ঃ ১৬৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ২/১০৯পৃ. হাদিস ঃ ৬৩৮৬, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল,২/৬২পৃ.হাদিস ঃ ৩১১৪,

১৬৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত "প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন" এর ১ম খণ্ড দেখুন আশা করি এ হাদিসের সঠিক সিদ্ধান্ত আপনাদের সঠিক বিষয়টি বুঝে আসবে।

১৬৯. ক. ইমাম আবু দাউদ : আস-সুনান : কিতাবুস-সালাত : ২/৭৬ পৃ. হাদিস : ১৪৭৯, ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : ৪/২৭৯ পৃ. হাদিস : ৪০৪৯, ইবনে মাজাহ : আস-সুনান : ২/১২৫ পৃ. হাদিস : ৩৮২৮, ইবনে হিব্বান : আস-সহীহ : ৩/১৭২ পৃ. হাদিস : ৮৯০, ইমাম হাকেম, আল মুস্তাদরাকে : ২/৫০ : হাদিস : ১৮০২, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়তী : জামেউস সগীর : ১/৬৫৪ : হাদিস : ৪২৫৫, ইমাম আহমদ : আল মুসনাদ : ৪/২৬৭ পৃ., ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত তাফসীর : ৫/৩৭৪ পৃ. হাদিস : ৩২৪৭, ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান : কিতাবুত তাফসীর : ৫/২১১ পৃ. হাদিস : ২৯৬৯, ইমাম নাসায়ী : আস-সুনানুল কোবরা :. ৬/৪৫০ পৃ. হাদিস : ১১৪৬৪, ইমাম আবু ই'য়ালা : আল'মুজাম : ১/২৬২ পৃ. হাদিস : ৩২৮, ইমাম তায়লসী : আল-মুসনাদ : ১/১৮০ পৃ. হাদিস : ৮০১, খতিব তিবরিযী : মেশকাত : কিতাবুত দাওয়াত : ২/৪১৯ পৃ. হাদিস : ২২৩০

১৭০. ইমাম বুখারী, আদাবুল মুফরাদাত, ১/৬৬পৃ. হাদিস ঃ ৭১৩, মুত্তাকী হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ২/৬২পৃ. হাদিস : ৩১১৫, শায়খ ইউসুফ নাবহানী, ফতহুল কাবীর, ১/১৭৭পৃ. হাদিস : ১৮৭১, সালিম জার্‌রার, মুসনাদে জা'মে, ১৭/৭১৩পৃ. হাদিস :১৪৩৬, আহলে হাদিস নাসিরুদ্দীন আলবানী : জঈফু আদাবুল মুফরাদ, হাদিস :৭১৩।

নিন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে মৃত ব্যক্তিসহ নিজে কামিয়াবী হাসিল করুন। কেননা রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহের বিরোধীর পরিণাম ভয়াবহ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ -"যে আমার নবির সুন্নাতের বিরোধীতা করবে সে কাফির।"[১৭১] হযরত যাবের (ﷺ) থেকে মারফু (যে হাদিস কোন সাহাবী নবীয়ে পাক (ﷺ) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেন) হাদিসে বর্ণিত নবীয়ে আকরাম (ﷺ) এরশাদ করেন-

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ من خالف فقد كفر

-"আমি এমন দীনে হানিফসহ প্রেরিত হয়েছি যা অত্যন্ত সহজ সরল, যে এ আমার বিরোধিতা করবে সে (আমার সুন্নাহর অস্বীকার করল) কুফরী করল।"[১৭২]

উপর্যুক্ত দলিলাদির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম জানাযার নামাযের পর মৃতব্যক্তির জন্য তার বিদায় বেলায় মুনাজাত বা দোয়া করা একটি উত্তম উপহার। আমাদের সাধারণ বিবেক বলে এতদিন যারা আমাদের একান্ত আপনজন হিসেবে ছিলেন, যারা আমাদের সুখে দুঃখে ছিলেন তাদের উপকার করার অন্য কোন উপায় আমাদের নেই। কেবল তাদের জন্য দোয়া করাই একমাত্র উপহার।

শরীয়ত সম্মত একটি উত্তম আমল জানাযার পর দোয়ার বিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজে ফিতনা সৃষ্টিকারীরা একটি খোঁড়া যুক্তির অবতারণা করে। বলে-জানাযাইতো দোয়া, আবার দোয়ার কী প্রয়োজন? আমরা বলতে চাই দোয়ার পর দোয়া করা যদি নাজায়েয হয়, তাহলে ভাত খাওয়ার পর আর কিছু খাওয়া যাবে না। কারণ খাওয়ার পর আবার কিসের খাওয়া? বিষয়টি একেবারে হাস্যকর।

---

১৭১ .ইমাম আব্দুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ২/৫১৯পৃ. হাদিস নং. ৪২৮১, বায়হাকী, আস্-সুনানিল কোবরা, ৩/২০১পৃ. হাদিস নং. ৫৪১৭, তাবরানী, মু'জামুল কাবীর, ১৩/২৬০পৃ. হাদিস নং. ১৪০১০, ও ১৩/২৯৪পৃ. হাদিস নং. ১৪০৭২, ও ১৪০৭৩ ও ১৪০৭৪, হায়সামী, মাযমাউয যাওয়াইয, ২/১৫৪পৃ. হাদিস নং. ২৯৩৬, বায্যার, আল-মুসনাদ, ১২/২২২পৃ. হাদিস নং. ৫৯২৯, ইমাম তাহাবী, শরহে মা'আনীল আছার, ১/৪২২পৃ. হাদিস নং. ২৪৬২

১৭২. ইবনে হাজর আসকালানী, লিসানুল মিযান, ৬/৩০পৃ. , আল মু'জামুল কাবীর, তাবরানী : ৮/১৭০ নং ৭৭১৫, মাজমাউয যাওয়াদে, হায়সামী : ৪/৩০২, আহমদ, আল-মুসনাদ, ৫/২৬৬ হাদিস নং.২২৩৪৫, আল মুসনাদ রুয়ানী : ২/৩১৭ হাদিস নং ১২৭৯, মানাবী, ফয়জুল কদীর, ৩/২০৩পৃ, সুয়ূতী, সুয়ুতী : ২/৩২৮পৃ.

মূলত, জানাযার নামায কেবল দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা অজ্ঞতার নামান্তর। কারণ, যে কারণে তারা জানাযাকে দোয়া বলতে চায়, সে সমস্ত কারণে অন্যান্য নামাজকেও দোয়া বলতে হবে। কেননা সকল নামাযের ভিতরে কোন না কোনভাবে দোয়া রয়েছে। অতএব আসুন, তর্কের খাতিরে তর্ক নয়; বরং সত্যকে জানার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের সহায় হোন। আমীন!

তাই হাদিস বিরোধী ফাতওয়া বর্জন করুন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে বুঝার তাওফিক দান করুক। আমীন। বেহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

(সমাপ্ত)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন ১ম খণ্ড।
২। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন দ্বিতীয় খণ্ড।
৩। ডা. জাকির নায়েকের স্বরূপ উন্মোচন (১ম খণ্ড)।
৪। সহীহ হাদিসের আলোকে নামাযে হাত বাঁধার বিধান।
৫। দেওবন্দী ও আহলে হাদিসদের দৃষ্টিতে রাসূল (ﷺ) নূরের সৃষ্টির প্রমাণ।
৬। রাফ'উল ইয়াদাইনের সমাধান (নামাযে বাড়বাড় হাত উত্তোলনের শরয়ী ফায়সালা)।
৭। আকায়েদে আহলে সুন্নাহ (ফিতনা ফাসাদের মোকাবেলায় আমাদের সঠিক আক্বিদা)।
৮। ফাতওয়ায়ে আহলে সুন্নাহ্ (ইলমে গায়ব, হাযির-নাযির, মিলাদুন্নবী (ﷺ), আযানের পূর্বে সালাতু-সালাম, সফরের উদ্দেশ্যে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার জিয়ারতসহ আটটি বিষয়ের সমাধান)।
৯। হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের পর দোয়ার বিধান।
১০। আমি কেন মাযহাব মানবো?
১১। আকায়েদে সাহাবা (সাহাবীদের আক্বিদার সাথে সুন্নিদের আকিদার মিলামিল)।
১২। ইকামতে দাঁড়াবার সঠিক নিয়ম (ইকামত দেওয়ার পূর্বেই দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিধান)।
১৩। পৃথিবীর সবচেয়ে ভুয়া তাহকীককারী শায়খ আলবানীর স্বরূপ উন্মোচন।

লিখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

১। প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানোর স্বরূপ উন্মোচন (তৃতীয় খণ্ড)।
২। সহীহ হাদিসের আলোকে ফরয নামাযের পর মোনাজাতের বিধান।
৩। রাসূল (ﷺ)-এর সৃষ্টি নিয়ে বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তির নিরসন।
৪। আহলে হাদিসদের স্বরূপ উন্মোচন।
৫। রাসূল (ﷺ)-এর হাযির-নাযির নিয়ে বাতিলদের গাত্রদাহ কেন?
৬। হানাফী ও আহলে হাদিসেদের ২৫টি মাস'য়ালার বিরোধ মীমাংসা।
৭। ইসলাম ও প্রচলিত তাবলীগ জামাত।
৮। মাযার যিয়ারত সুন্নাত না পূজা?
৯। আযানের আগে-পরে সালাতু সালামের বৈধতা।
১০। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে শবে-ই বরাতের মর্যাদা।
এ ছাড়া আরও আকায়েদের বিভিন্ন গ্রন্থ।

প্রাপ্তিস্থান:

মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৬২১৫১৪
আল-মদিনা প্রকাশনী, (ঢাকা) বাংলাবাজার ও আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৫১৩১৬৩
জাগরণ প্রকাশনী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-০১৮১৯-৮৬৩৫৭৬
রশিদ বুক হাউস, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-০১৭৭৮-৮৫২১৯০
তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।
মুজাদ্দেদীয়া কুতুবখানা, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। ০১৭৭২-৩১৫৪৩৯
তৈয়্যবিয়া লাইব্রেরী, মুহাম্মদপুর আলিয়া মাদরাসা সংলগ্ন, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-০১৮১১-৮৯৬৫০৩
খাজা গরীবে নেওয়াজ (রা.) ও সুন্নি বই বিতান, উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ-০১৯৮৯-৩৮৯০৬৬
বুখারী লাইব্রেরী, ২নং পুল, হবিগঞ্জ-০১৭৩২-৫৫৪২২০
মাকতাবায়ে ছিদ্দিকীয়া, গড়িয়ারপার, কাশীপুর, বরিশাল-০১৯৪১-৪২৪৬৮৫
গ্রীন ইসলামিক লাইব্রেরী, চকবাজার, কুমিল্লা-০১৮৬২-৩৮৬৩৫৫
পাক পাঞ্জাতন বুক বিতান, নারিন্দা, ঢাকা। ০১৭৩৫-৬৯৩৩৭৬